CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 3 March, 2023 ■ আগরতলা ৩ মার্চ, ২০২৩ ইং ■ ১৮ ফাল্গুন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কঠিন লড়াইয়ে রাজ্যে প্রত্যাবর্তন বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ।। প্রত্যাশিতভাবেই ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জোটের প্রত্যাবর্তন হয়েছে। বিজেপি ৩২টি এবং আইপিএফটি ১টি আসনে জয়ী হয়েছে। এছাড়া, তিপরা মথা ১৩টি, সিপিএম ১১টি এবং কংগ্রেস ৩টি আসনে জয় নিশ্চিত করেছে। ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই গেরুয়া আবির খেলায় মেতেছেন বিজেপি কর্মীরা। দলের নির্বাচন কার্যালয়ের বাইরে মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার, নির্বাচন প্রভারী মহেন্দ্র সিং, শিক্ষা মন্ত্রী রতন লাল নাথ সহ মহিলা মোর্চা ও যুব মোর্চার কর্মীরা আবির খেলেছেন। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে উল্লাসে মেতেছেন।

প্রসঙ্গত, আজ সকালে গণনা শুরু হওয়ার পর থেকে শাসক দল বিজেপি এবং বিরোধীদের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখা গেছে। বেলা যতই গড়িয়েছে ছবি ততই বদলেছে। আসনের নিরিখে বিজেপির সাথে তিপরা মথা, সিপিএম-কংগ্রেসের ব্যবধান বেড়েছে। দুপুরের আগেই বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পৌছে গিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই পদ্ম শিবিরের উল্লাস তখন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। আবির খেলা এবং বাজি পুড়ানো শুরু করে দিয়েছিলেন বিজেপি কর্মীরা।

ভোট গণনার পর সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের খুশিতে বিজেপির নির্বাচনী কার্য্যালয়ে কর্মীদের বিজয়োল্লাস। ছবি নিজস্ব।

দুপুরের পর ক্রমশ বিজেপির পক্ষে আসন নিশ্চিত হতে শুরু হয়ে যায়। এক এক করে ৩২টি আসনে বিজেপি একাই জয় নিশ্চিত করেছে। আইপিএফটি ৬টি আসনের মধ্যে কোনক্রমে ১টি আসনে জয়ী হয়ে ইজ্জত রক্ষা করেছে। তবে, তেইশের নির্বাচনে সবচেয়ে লাভবান হয়েছে কংগ্রেস। ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনে শতবর্ষ প্রাচীন ওই ঝুলি খালি ছিল। গত উপনির্বাচনে একটি আসন কংগ্রেস দখলে নিতে সক্ষম হয়েছিল। এবার বামফ্রন্টের সাথে আসন সমঝোতায় গিয়ে কংগ্রেস তিনটি আসনে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে। কংগ্রেসের সুদীপ রায় বর্মণ, গোপাল রায় এবং বীরজিৎ সিনহা জয়ী হয়েছেন। এক্ষেত্রে বামেদের ক্ষতিই হয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট ১৬টি আসনে জয়ী হয়েছিল। এবার কমে দাঁড়িয়েছে ১১টি আসন। ফলে একথা স্বীকার করতেই হবে, ত্রিপুরার মানুষ বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের আসন সমঝোতা কার্যত প্রত্যাখান করেছেন।

তেইশের বিধানসভা নির্বাচনে সবচেয়ে বড় চমক দিয়েছে তিপরা মথা। এডিসি নির্বাচনে আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে তেইশের মহারণে তিপরা মথা দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে উঠে এসেছে। শুধু তাই নয়, কোনধরণের অঘটন না ঘটলে প্রদ্যোত কিশোরের এই আঞ্চলিক দল প্রধান বিরোধী দলের তকমা পেতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোট আসন ৬০

- বিজেপি ৩২টি
- তিপ্রা মথা ১৩টি
- সিপিআইএম ১১টি
- কংগ্রেস ৩টি
- আইপিএফটি ১টি

জনজাতি ভোটে বড়সড় থাবা তিপরা মথার

বিরোধী আসনে বসেই গ্রেটার তিপরাল্যান্ডের লড়াই জারি থাকবে, ঘোষণা প্রদ্যোতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ।। ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচনে জনজাতি ভোটে বড়সড় থাবা বসিয়েছে তিপ্রা মথা। ২০টি জনজাতি আসনের মধ্যে তিপ্রা মথা একাই ১৩টি আসনে জয়ী হয়েছে। সেই সুবাদে ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে তিপ্রা মথা দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই, দলের সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মনের দাবি, কারোর সাথে মিলে নয়, বিরোধী আসনে বসেই জনজাতি কল্যাণে ইতিবাচক ভূমিকা নেবে তিপ্রা মথা। গ্রেটার তিপরাল্যান্ডের দাবি নিয়ে বিধানসভার ভেতরে আওয়াজ তোলার জন্য জনগণ আমাদের সুযোগ দিয়েছেন। সেই সুযোগের অবশ্যই মর্যাদা দেবে তিপরা মথা।

প্রসঙ্গত, ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনে ত্রিপুরায় জনজাতি আসনে বিজেপি ও আইপিএফটি জোট ১৮টি আসনে জয়ী হয়েছিল এবং সিপিএমের দখলে দুইটি আসন গিয়েছিল। তেইশের বিধানসভা নির্বাচনে তিপরা মথা ১৩টি আসনে এবং বিজেপি ও আইপিএফটি জোট ৭টি আসনে জয়ী হয়েছে। এক্ষেত্রে সিপিএম গত বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় দুইটি আসন হারিয়েছে।

ফলাফল ঘোষণার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রদ্যোত বলেন, বিজেপি কিংবা সিপিএম ও কংগ্রেস, কোন রাজনৈতিক দলের সাথেই বসবে না তিপ্রা মথা। তবে, ইস্যু ভিত্তিক সমস্যায় সহায়তা করতে প্রস্তুত তিপ্রা মথা। সাথে তিনি যোগ করেন, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করতেও আমরা প্রস্তুত রয়েছি।

তাঁর দাবি, জনজাতিদের কোনভাবেই আমরা অবহেলা করতে পারিনা। বিজেপি চাইলে তিপ্রা মথাও জনজাতি কল্যাণে ইতিবাচক ভূমিকা নেবে। কিন্তু, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার ও বিরোধীদের জনজাতিদের বেদনা অনুভব করতে হবে। তাঁদের সত্যিকারের সমস্যা দ্রুততর সাথে সমাধান করতে হবে। তাঁর মতে, বিরোধীরাও জনগণের কল্যাণে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে সরকারের সহযোগিতা করেছে। অতীতে এমন বহু উদাহরণ দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রে রয়েছে। যেখানে স্বর্গীয় অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে সহায়তা করেছেন।

তাঁর কথায়, জনজাতি অংশের মানুষ তিপ্রা মথা-কে ঢেলে আশীর্বাদ করেছেন। গ্রেটার তিপরাল্যান্ডের দাবি নিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এক নজরে

বিরোধী দলের মর্যাদা হারাল সিপিএম

ভোট গণনায় দেখা গেল সিপিএম ১১টি আসন পেয়েছে। অন্যদিকে তিপ্রা মথা ১৩টি আসন পেয়ে দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই তিপ্রা মথা বিরোধী আসনে বসবে।

জোটের ফলে লাভবান কংগ্রেস

বামফ্রন্টের সাথে জোটের ফলে লাভবান হল কংগ্রেস। কংগ্রেস একটি আসন থেকে তিনে পৌঁছল। সুদীপ রায় বর্মন একাই ছিলেন এতদিন। এখন তাঁর সাথে বিধানসভায় যাবেন বীরজিৎ সিনহা এবং গোপাল রায়।

সিংহ গর্জন করলেও মথার ঝুলিতে ১৩

৪২টি আসনে প্রার্থী দিলেও মথার ঝুলিতে মাত্র ১৩টি আসন। মথা সুপ্রিমো সিংহ গর্জন করেছিলেন সমস্ত জনজাতি আসনে জয়ী হবেন দলের প্রার্থীরা।

কার্যকর্তাদের জন্যই জয় সম্ভব হয়েছে, বললেন ডা: মানিক সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ।। কার্যকর্তাদের জন্যই জয় সম্ভব হয়েছে। ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে ৮-টাউন বড়দোয়ালি কেন্দ্রে জয়ী হওয়ার পর সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি প্রার্থী ডা: মানিক সাহা। তিনি ১২৫৭ ভোটের ব্যবধানে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস প্রার্থী আশীষ কুমার সাহা-কে পরাজিত করেছেন।

এদিন তিনি বলেন, আজকের জয়ে আমি অত্যন্ত খুশি। তার জন্য বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি সমস্ত কার্যকর্তা, বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নড্ডা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, অসম ও মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এবং সমস্ত নেতৃত্ব প্রচারে সহযোগিতা করেছেন সকলকেই ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। তাঁর দাবি, বিজেপি কার্যকর্তাদের জন্যই এই জয় সম্ভব হয়েছে। ত্রিপুরায় পুণরায় বিজেপি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভোট গণনার পর বিজেপি প্রার্থী তথা মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা।

ফলাফল অপ্রত্যাশিত বললেন সুদীপ বর্মন

বৃহস্পতিবার উমাকান্ত একাডেমির গণনা কেন্দ্র থেকে জয়ী ঘোষণার পর বেরিয়ে আসেন সুদীপ রায় বর্মন।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ।। বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট প্রার্থীদের আরো বেশি আসনে জয়ী হওয়ার প্রত্যাশা ছিল বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন কংগ্রেস নেতা তথা কংগ্রেসের বিজয়ী প্রার্থী সুদীপ রায় বর্মন। ৬০ আসন বিশিষ্ট ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট সম্মিলিত শক্তি এবারের নির্বাচনে আশানুরূপ ফলাফল করতে পারেনি।

বিজেপিকে পরাজিত করতে কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়ে এবারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। ভোট ভাগাভাগি রুখতেই তাদের এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু নির্বাচনে ফলাফলে খুশি হতে পারেনি কংগ্রেস ও সিপিআইএম। তাদের প্রত্যাশা ছিল শাসক দল বিজেপিকে পরাজিত করে তারা ক্ষমতার মসনদে বসবে। কিন্তু সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। কেন এমনটা হল সে বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে কংগ্রেসের বিজয়ী প্রার্থী সুদীপ রায় বর্মন বলেন কোথায় কি ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েছে তা উভয় দলের নেতৃবৃন্দ খতিয়ে দেখবেন। তিনি বলেন তাদের কোন না ছিল।সে কারণেই তারা প্রত্যাশিত ফল করতে পারেননি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে কংগ্রেসের বিজয়ী প্রার্থী সুদীপ রায় বর্মন বলেন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট আতাত গঠন করেই নির্বাচনে লড়াই করবে।

কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট জোট ক্ষমতায় না আসতে পারলেও যেসব গণদেবতারা তাদেরকে আশীর্বাদ ধন্য করেছেন তাদের প্রতি দলের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি বলেন যারা রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় আশীন হবেন তারা রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রেখে রাজ্যের এবং রাজ্যবাসীর কল্যাণে কাজ করবেন বলেই তাদের প্রত্যাশা। তাদেরকে সব ধরনের সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছেন সুদীপবাবু।

বিজেপি অকল্পনীয় অর্থশক্তি ব্যবহার করেছে ঃ সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ।। শেষ পর্যন্ত ত্রিপুরা বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশিত হলো। ভোট গ্রহনে যেমন অভাবনীয় অতিরিক্ত সময় লেগেছে তেমনি ভোটের ফল প্রকাশেও অতিরিক্ত সময় লেগেছে, যা ছিল অবাঞ্ছিত। প্রকাশিত ফল থেকে দেখা যাচ্ছে বিজেপি তাদের সহযোগী আই পি এফ টি-কে সাথে নিয়ে খুব অল্প আসনের ব্যবধানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এটা সম্ভব করতে বিজেপি অকল্পনীয় অর্থশক্তি ব্যবহার করেছে। বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রশাসনকে কাজে লাগিয়েছে। অনেক আগে থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় সরকারকে কাজে লাগিয়েছে। সিপিএম রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর তরফ থেকে ভোট গণনার পর এক বিবৃতিতে এই দাবি করা হয়েছে।

সিপিএম রাজ্য কমিটির তরফ থেকে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)র ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে অবিজেপি রাজনৈতিক দল সমূহের প্রার্থীদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গণনা ঘিরে বিক্ষিপ্ত হামলা আক্রান্ত পুলিশ আধিকারিকও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ।। ত্রিপুরায় এয়োদশ বিধানসভা নির্বাচনের গণনার মধ্যেই কিছু জায়গায় বিক্ষিপ্ত ঘটনায় চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। ভোট গণনা চলাকালীন রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় জ্বলেছে কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের চাকমাঘাট এলাকায়। দুষ্কৃতি হামলায় আক্রান্ত হয়েছেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রসূন কান্তি ত্রিপুরা। অন্যদিকে, শান্তিবাজার ও বিশালগড় সদর মহকুমা কার্যালয়ে গণনা চলাকালীন হামলা চালিয়েছে দুষ্কৃতিরা।

আক্রান্ত মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রসূন কান্তি ত্রিপুরা জানিয়েছেন, ভোট গনণা চলাকালীন কয়েকজন তিপ্রা মথার কর্মী সমর্থকরা বিজেপির মন্ডল কার্যালয়ে হামলা চালিয়েছেন। বিজেপি মন্ডল কার্যালয়ের সামনে রাখা গাড়ি ভাঙচুর করেছেন বলে জানান তিনি। তিপ্রামথা আশ্রিত দুষ্কৃতকারীরা ভারতীয় জনতা পার্টির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভোটের হারে তৃণমূলকে পেছনে ফেলে দিল নোটা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ।। পশ্চিমবঙ্গে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচনে নোটা পেছনে ফেলে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ২৮ আসনের প্রায় সবকটিতেই জামানত জব্দ হয়েছে। ক্ষমতা পরিবর্তনের ডাক এবং সরকার গঠনের দাবি করে ত্রিপুরায় তৃণমূলের এই ভরাডুবি সারা দেশে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লজ্জিত করেছে। এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় নোটা পেয়েছে ১.৩৬ শতাংশ ভোট। সেই তুলনায় তৃণমূল কংগ্রেসের ঝুলিতে পড়েছে মাত্র ০.৮৯ শতাংশ ভোট।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় পুর নিগম নির্বাচনে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে উঠে এসেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। এরপরই তাঁরা ত্রিপুরায় ক্ষমতার পরিবর্তনে সফল হবেন বলে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরায় নির্বাচনের প্রচারে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন। ত্রিপুরায় প্রচারে এসে মমতা বিশ্রামগঞ্জ বাজারে দাঁড়িয়ে সিঙ্গাড়া বানিয়েছিলেন। আগরতলায় পথসভায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্বোত্তরের জনগণকে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ।। ত্রিপুরা, মেঘালয় এবং নাগাল্যান্ডে ভোট গণনার পর বিজেপির রাষ্ট্রীয় কার্য্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই তিন রাজ্যের পাশাপাশি গোটা পূর্বোত্তরের জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

সেই সাথে যেসব প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন তাদেরকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর আবেদনে উপস্থিত সকলে মোবাইলের ফ্লেশ লাইট জ্বালিয়ে পূর্বোত্তরের জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

জয়ের মধ্যেও বড়সড় ঝটকা বিজেপি শিবিরে

প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য ও উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা পরাজিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ।। ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচনে গেরুয়া ঝড়ের মধ্যেও বড়সড় ঝটকা খেয়েছে বিজেপি। বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য এবং উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা পরাজিত হয়েছেন। বিজেপির সরকার গঠন নিশ্চিত হলেও ওই দুই প্রার্থীর পরাজয় বিজেপি-কে ভীষণ চিন্তায় ফেলেছে। দলীয় কোন্দল এই বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ, এমনটাই দাবি রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের।

৬০ আসনের ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি একাই ৩২ আসনে জয় প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেছে। ইতিমধ্যে ৩০টি আসনে বিজেপি প্রার্থীদের জয় ঘোষণা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু বনমালিপুর কেন্দ্রে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য এবং চড়িলাম কেন্দ্রে উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৯ ◘ সংখ্যা ১৪১ ◘ ৩ মার্চ ২০২৩ইং ◘ ১৮ ফাল্গুন ◘ শুক্রবার ◘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়নই হোক দিশা

ত্রিপুরায় বিজেপির প্রত্যাবর্তন প্রত্যাশিতই ছিল। বিজেপি ৩২টি এবং আইপিএফটি ১টি আসনে জয়ী হইয়াছে। সিপিআইএম এবং কংগ্রেসকে পেছনে ফেলিয়া রাজ্যের আঞ্চলিক দল তিপরা মথা দ্বিতীয় স্থানে উঠিয়া আসিয়াছে। তিপরা মথা ১৩টি, সিপিএম ১১টি এবং কংগ্রেস ৩টি আসনে জয়ী হইয়াছে। প্রত্যাশিত জয়ে স্বভাবতই খুশি গেরুয়া শিবির। জয়ের উল্লাসে মাতিয়া উঠিয়াছেন দলীয় কর্মী সমর্থকরা। আগামী পাঁচ বছরের জন্য রাজ্যের শাসনভার গণদেবতারা তুলিয়া দিয়াছেন গেরুয়া শিবিরের হাতে। দ্বিতীয়বারের মতো ত্রিপুরার মসনদ জয় করিবার সুবাদে বিজেপির দায়িত্ব আরো বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা জয়ের পর এই কথা অকপট স্বীকার করিয়াছেন। বিগত পাঁচ বছরের উন্নয়নমূলক কাজের নিরিখেই বিজেপিকে পুনরায় রাজ্যের মসনদে আসীন হওয়ার সুযোগ করিয়া দিয়েছেন গণদেবতারা। গণদেবতাদের অর্পিত দায়দায়িত্ব অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে হইবে মসনদে আসীন শাসক দলকে। যে উন্নয়নের ট্রাম কার্ড হাতে নিয়া এবারের নির্বাচনেও জয় হাসিল করিয়াছে পদ্ম শিবির সেই জয়ের ধারা আগামীদিনেও অব্যাহত রাখিতে হইলে নিজেদের প্রতিশ্রুতি পালন করিতে হইবে। রাজ্যের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পিছন ফিরিয়া তাকাইলে দেখা যাইবে এইবারের জয় বিজেপির কাছে মোটেই সহজ ছিল না। বহু কণ্ঠকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া বিজেপি এই জয় হাসিল করিতে সক্ষম হইয়াছে। কেননা, বিজেপিকে রাজ্যের মসনদ থেকে টানিয়া নামাইবার জন্য বিরোধী শিবির নানা কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল। চির রাজনৈতিক শত্রু কংগ্রেস এবং সিপিআইএম অতীতের বিভেদ ভুলিয়া শুধুমাত্র বিজেপিকে মসনদ হইতে টানিয়া নামাইবার জন্য একজোট হইয়া বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করিয়াছে। তাহাদের ধারণা ছিল একজোট হইয়া লড়াই করিলে বিজেপিকে অতি সহজেই মসনদ হইতে নামাইয়া আনা সম্ভব হইবে। রাজ্যের জনগণ তাহাদের এই কূটকৌশল যথাযথভাবে বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন। বাম শাসনের দীর্ঘ ২৫ বছরে বহু কংগ্রেস নেতা কর্মী সমর্থক বামেদের হাতে প্রাণ হারাইয়াছেন ,বহু সম্পত্তি খুয়াইয়াছেন। একমাত্র ক্ষমতার মসনদ দখল করিবার জন্য কংগ্রেস এবং সিপিআইএমের কিছু নেতা জোট গঠন করিবার যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন সেই কৌশল সাধারণ মানুষ মনেপ্রাণে মানিয়া নিতে পারেন নাই। নির্বাচনের ফলাফলে তাহারই প্রমাণ মিলিয়াছে। উপরন্ত কংগ্রেস সিপিআইএম জোটকে সমর্থন না করিয়া অনেকেই বিজেপির পতাকা তলে সামিল হইয়াছেন, আবার অনেকে চুপিসারে বিজেপিকেই জয়ী হওয়ার জন্য গণতান্ত্রিক অধিকারটুকু প্রয়োগ করিয়াছেন। সাধারণ মানুষের আশীর্বাদ বিজেপির দিকে বর্ষিত হওয়ার কারণেই কংগ্রেস সিপিএমের গভীর ষড়যন্ত্র বিধানসভা নির্বাচনে ব্যর্থ হইয়াছে। তবে নির্বাচনী ফলাফলে ভোটের যে হার বাহির হইয়া আসিয়াছে তাহা কিন্তু শাসক দল বিজেপির পক্ষে মোটেই সন্তোষজনক বলা যাইবে না। ২০১৮ সালে বিজেপি ৩৬টি আসনে জয়ী হইয়া ৪৩.৫৯ শতাংশ ভোট পাইয়াছিল। পাশাপাশি জোটসঙ্গী আইপিএফটি ৮টি আসনে জয়ী হইয়া ৭.৫ শতাংশ ভোট পাইযয়াছিল। অন্যদিকে ,সিপিএম ১৬টি আসনে জয়ী হইয়া ৪২.২২ শতাংশ ভোট পাইয়াছিল। সেই তুলনায় তেইশের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ৩২ আসনে জয়ী হইয়া ৩৮.৯৭ শতাংশ ভোট এবং আইপিএফটি ১টি আসনে জয়ী হইয়া ১.২৬ শতাংশ ভোট পাইয়াছে। অন্যদিকে, সিপিএম ১১টি আসনে জয়ী হইয়া ২৪.৬২ শতাংশ ভোট এবং কংগ্রেস ৩টি আসনে জয়ী হইয়া ৮.৫৬ শতাংশ ভোট পাইয়াছে। দ্বিতীয় বৃহত্তম দল তিপরা মথা ১৩টি আসনে জয়ী হইয়া ২০ শতাংশের কাছাকাছি ভোট পাইয়াছে। ভোট প্রাপ্তির এই শতাংশ বিচার করিলে বিজেপিকে আগামী দিনে সাংগঠনিক শক্তি আরো বৃদ্ধি করিতে হইবে। একথা মনে রাখিতে হইবে, একমাত্র উন্নয়ন কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়াই রাজ্যের জনগণের মন জয় করা সম্ভব। দু দফায় রাজ্যের মসনদ দখল করিবার আনন্দে মশগুল হইলে ইহার মাশুল গুনিতে হইবে। পাশাপাশি বিগত বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিরোধী দলগুলো রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এবং গণতন্ত্র ভুলুণ্ঠিত হওয়ার যেসব অভিযোগ আনিয়াছিল সেই বিষয়েও শাসকদলকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে। পাশাপাশি নির্বাচনের বিপুল জয়ে বিজয় উৎসবের নামে কোন ধরনের উশৃঙ্খলতা মানিয়া নেওয়া যাইবে না। সিবিএসই বোর্ডের পরীক্ষা ইতিমধ্যেই শুরু হইয়াছে। সামনেই ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। এছাড়া রহিয়াছে স্কুল স্তরের বার্ষিক পরীক্ষা। এই মুহূর্তে বাজি পটকা ফাটাইয়া এবং বিজয় মিছিলের নামে ঢাক ঢোল পিটাইয়া কোন ধরনের উশৃংখল পরিস্থিতির সৃষ্টি করিলে একদিকে যেমন ছাত্র-ছাত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ঠিক তেমনি সাধারণ মানুষও আতঙ্কিত হইয়া উঠিবে। মনে রাখিতে হইবে এবং সতর্ক থাকিতে হইবে নিজেদের আনন্দ যেন অন্য কারোর ক্ষতির কিংবা আতঙ্কের কারণ হইয়া না উঠে। সর্বত্র শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখিয়া আগামী পাঁচটি বছর রাজ্যের সকল স্তরের জনগণের উন্নয়নে কাজ করিতে হইবে। তাহা সম্ভব হইলেই দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাসের যে স্বপ্ন দেখেন সেই স্বপ্ন প্রকৃত অর্থেই বাস্তবায়িত হইবে। এই অঙ্গীকার যথাযথভাবে পালন করিতে পারিলেই শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়িবার স্বপ্নও সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হইবে। রাজ্যের শান্তিকামী জনগণেরর নতুন সরকারের কাছে এটাই সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা। শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখিয়া নতুন সরকারের পথ চলা সুগম হোক এবং রাজ্যের উন্নয়ন সঠিক পথে পরিচালিত হোক, সেই প্রত্যাশাই রইল।

পাঁচ মাস জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং এসি বিশেষ টয় ট্রেন বাতিল বাড়ছে জয়রাইড

জলপাইগুড়ি, ২ মার্চ (হি. স.) : মার্চের গোড়া থেকে ২ জুলাই পর্যন্ত নিউ জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং এসি বিশেষ টয় ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। যাত্রী সংখ্যা না হওয়ার কারণে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু আগামী দিনে দার্জিলিঙে বেড়াতে আসা প্রতিটি পর্যটক জয়রাইডে শৈলশহর ভ্রমণ উপভোগ করতে পারে, তাই বাড়তি জয়রাইড চালানো হচ্ছে। এতে শৈলশহরে টয়ট্রেনের অভিজ্ঞতা পাবেন পর্যটকেরা।

ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ৮টি জয়রাইড চালানো হত। ১ মার্চ থেকে মোট ১২টি জয়রাইড চালানো হবে। পর্যটকদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে নতুন জয়রাইড চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেল কর্তৃপক্ষ। দার্জিলিং বেড়াতে আসা প্রতিটা পর্যটক যাতে জয়রাইডের মজা নিতে পারে, তাই এই সিদ্ধান্ত। আগামী দিনে গরমের ছুটি কাটাতে আরও পর্যটকদের ঢল নামবে পাহাড়ে। এই সব কারণেই বাড়তি জয়রাইড চালানো হবে। প্রতিটি জয়রাইডে একটা করে ফার্স্ট ক্লাস চেয়ার কার কামরাও থাকবে।

নতুন চারটি জয়রাইডের মধ্যে প্রথম ট্রেনটি দার্জিলিং থেকে সকাল ৯.২০ মিনিটে ছাড়বে এবং ঘুম পৌঁছাবে ১০.০৫ মিনিটে। এরপর আবার ঘুম থেকে ১০.২৫ মিনিটে ট্রেন ছাড়বে এবং দার্জিলিং পৌঁছবে ১০.৫৫ মিনিটে। দ্বিতীয় ট্রেনটি দার্জিলিং থেকে সকাল ১১.২৫ মিনিটে ছাড়বে এবং ঘুমে পৌঁছে যাবে ১২.১০ মিনিটে। ঘুম থেকে ১২.৩০ মিনিটে ছাড়বে এবং দার্জিলিং পৌঁছবে দুপুর ১টায়। তৃতীয় ট্রেনটি দার্জিলিং থেকে দুপুর ১.২৫ মিনিটে ছাড়বে এবং ঘুম পৌঁছাবে ২.১০ মিনিট। আবার ঘুম থেকে ওই ট্রেনটি ২.৩৫ মিনিটে ছেড়ে দার্জিলিং পৌঁছে যাবে দুপুর ৩.০৫ মিনিটে। চতুর্থ ট্রেনটি দার্জিলিং থেকে দুপুর ৩.৩০ মিনিটে ছাড়বে এবং ঘুম পৌঁছাবে বিকালে ৪.১৫ মিনিটে। আবার ঘুম থেকে বিকাল ৪.৩৫ মিনিটে ছেড়ে দার্জিলিং পৌঁছাবে ৫.০৫ মিনিটে।

গর্ব করার হাতিয়ার ভাষা

রথীন কুমার চন্দ

ভাষা প্রাথমিক প্রথম বচন শিক্ষা গুরু, অভিব্যক্তি প্রকাসের শকি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার প্রাণভোমরা, আপোষহীন মর্যাদার লড়াই চালানোর প্রাণশক্তি। ভাষা পৃথিবীর সর্বাধিক কথিত হোক অথবা নাই হোক, কবির ভাষায় গর্ব করার হাতিয়ার। বাংলার মুখ, নাটোরের বনলতা সেন শোভা বর্ধন করে বাংলা সাহিত্যকে, সম্ভব করে তোলার উৎস শক্তি বাংলা ভাষা।

বিশ্বকবি ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়। বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় এয়ী কথাসাহিত্যিক বাংলা ভাষায় প্রকৃতিকে বাচনশক্তি, চরিত্রদের অব্যক্ত বক্তব্য পেশ করেছেন বাংলা ভাষার প্রকাশ গুণে। মধুসুদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য বাংলা ভাষার মধুর ছন্দ বোধনে সৃষ্টি। সত্যজিৎ রায়ের 'অপুর সংসার' বালা ভাষায় চলচ্চিত্রয়িত, দুনিয়া কাঁপানো খ্যাতির জন্য লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড ভূষিত হন। মৃণাল সেনের 'তাহাদের কথা' জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত চলচ্চিত্র বাংলা বাষায় পরিচালিত ও প্রযোজিত। ঋওকি ঘটক'র 'মেঘে ঢাকা তারা' , তপন সিংহ'র 'সাগিন মাহাতো', বিমল কর সবাই বাংলা সিনেমা তথা ভারতীয় সিনেমার পথিকৃৎ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ও নিমাই ভট্টাচার্য বর্তমান যুগের বাঙালি ও বাংল াভাষার দিকপাল কলমবাজ। বাংলা ভাষায় এদের সাহিত্য চর্চা ভাষার সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। এছাড়াও ওপার বাংলার বহু সাহিত্যিক বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা এই ভাষাকে সম্মানিত করেছে। বাংলাদেশের মত রাষ্ট্রে বাংলা ভাষা আন্দোলনে, জীবন দান পুলিশের গুলিতে বিশ্বের দ্বিতীয় কোথাও হয়েছে এমন উদাহরণ বিরল। ভাষা নিয়ে আবেগঘন আন্দোলনের ঢেউ বাংলা ভাষার জন্য হতে পারে, জলন্ত প্রামাণ ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন। রফিক পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। ১৯৫৬ সালে বাংলা ভাষাকে উর্দুর পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯৯৯ সাল থেকে আন্তর্জতিক রাষ্ট্রসংঘ ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের স্বীকৃতি দেয়। বাংলা ভাষা নিয়ে আমরা 'ভাষা দিবস' উদযাপন করি অথচ সরকারি কাজে বাংলা ভাষার প্রয়োগ নিয়ে আমরা উদাসীন। বাংলা ভাষার মহতব নিয়ে মধুসুদন দত্ত গর্ব প্রকাশ করেছিলেন 'আ মরি বাংলা ভাষা' বলে। সরকারি কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিয়ে উদাসীনতার জেরে দূরত্ব বজায় রাখাই দস্তুর হয়ে দাড়িয়েছে। ভাষা দিবস পালনে আমরা পিছপা নই, ভাষার ব্যবহারে শুধু অনাদার, অনীহা প্রকাশ করি মাত্র, সচেতনতার অভাব কঞ্চিৎ বেদনাদায়।

এই ভাষায় চর্চা করেছেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জগদীশ চন্দ্র বসু, প্রশান্ত চন্দ্র মহানালনবীশ প্রমুখ। বাংলা ভাষার এমন মহিমায় ভীত হয়েছিলেন ইংরেজ শাসকরা, তাই শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয় কুমার দত্ত, বিভুতি ভূষণ বন্দোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিক এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনান্দ দাস। মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি কবি এই ভাষাতেই কবিতা রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ এই ভাষাতেই বিশ্বকবি হয়েছেন। এই ভাষাতেই তিনি বিখ্যাত হয়েছেন সাহিত্যের সমস্ত ক্ষেত্রে। রাশিয়া থেকে ইটালি সমস্ত দেশে তার খ্যাতির শীর্ষে থেকে বিশ্ব পরিব্রাজক হয়েছিলেন। জগদীশ চন্দ্র বসু এই ভাষার সন্তান হিসাবে রেডিও এবং গাছের প্রাণ আবিষ্কারের কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসু আইস্টাইনের তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছিলেন এই ভাষার সন্তান হয়ে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

মহাশূন্য কি আসলেই শূন্য ?

আব্দুল্লাহ আল মাকসুদ

একটা সময় মানুষ বায়ুমণ্ডলকেই শূন্যস্থান মনে করতো। পরে জানা গেল বাতাসেরও ওজন আছে। অর্থাৎ, বায়ুমণ্ডল শূন্য নয়। একই কথা কি মহাশূন্যের বেলাতেও খাটে?

গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণু, নক্ষত্র, ধুলিকণা দিয়ে ভর্তি মহাকাশ। অথচ রাতের মিটিমিটি আলোজ্বলা আকাশের দিকে তাকালে অসীম শূন্যতার কথাই মনে পড়ে। বাংলায় এই শূন্যতাকেই বলে মহাশূন্য। প্রায়োগিক অর্থে মহাশূন্য বলতে মহাকাশের বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে যে ফাঁকা জায়গা আছে, সেটাকে বোঝানো হয়। কিন্তু সেই ফাঁকা স্থানও কি আসলে শূন্য?

শূন্য বা ভ্যাকুয়াম বলতে বোঝায় পদার্থ বা বস্তুর অনুপস্থিতি। অর্থাৎ, সেখানে কোনো বস্তুরই অস্তিত্ব নেই। আসলে আমাদের সৌরজগতের গ্রহ নক্ষত্রের মাঝের যে ফাঁকা জায়গা বা শূন্যস্থান আছে, সেগুলো মোটেও শূন্য নয়। সৌরজগতের প্রতি এক ঘন সেন্টিমিটায় জায়গায় আছে গড়ে পাঁচটি পরমাণু। আন্তঃনাক্ষত্রিক স্থান অর্থাৎ দুই নক্ষত্রের মাঝে যে ফাঁকা জায়গা সেখানে প্রায় একটি করে পরমাণু আছে প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে। আন্তঃগ্যালাক্টিক স্থান বা দুই গ্যালাক্সির মাঝের স্থানে পরমাণু সংখ্যা আন্তঃনাক্ষত্রিক স্থানের চেয়ে ১০০ গুণ কম হতে পারে। অর্থাৎ, প্রতি ১০০ ঘন সেন্টিমিটারে আছে প্রায় একটি করে পরমাণু। কিন্তু একেবারে শূন্য নয়। প্রশ্ন আসতে পারে, দুই পরমাণুর মাঝে জায়গা কি তাহলে শূন্য? আসলে সেটাও শূন্য নয়। বিজ্ঞানীদের মতে, নিখুঁত ভ্যাকুয়াম বাঁ শূন্যস্থান বলে কোনকিছুর অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতিঃপদার্থবিদ অ্যালেস্টার গুন বলেন, কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী, আমাদের জানা এবং অজানা জগতের মাঝে এনার্জি ফ্ল্যাকচুয়েশন বা ভাচুয়াল কণার লাফালাফি চলছে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে। আমরা যাকে বস্তুকণা শূন্য বলছি, সেখানেও ঘটছে এই ঘটনা। পদার্থবিজ্ঞানের চোখে তাই সত্যিকারের শূন্যস্থান বলে কিছু নেই। বরং শূন্যতার মাঝে আছে অসীমের হাতছানি।

সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ বৃহস্পতি। শুধু তা-ই নয়, সৌরজগতের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উপগ্রহও ঘুরছে এই বরফদানোকে কেন্দ্র করে। সম্প্রতি এমন তথ্যই জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের একদল বিজ্ঞানী। গ্রহটিকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকা আরও ১২টি চাঁদ বা উপগ্রহ শনাক্ত করেছেন তাঁরা। তাতে বৃহস্পতির চাঁদের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯২টি।

গত মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের স্মিথসোনিয়ান অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল অবজারভেটরি পরিচালিত মাইনর প্ল্যানেট সেন্টার (এমপিসি) নতুন এই ১২টি উপগ্রহের কক্ষপথ প্রকাশ করে। ফলে, শনিকে টপকে সৌরজগতের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উপগ্রহবিশিষ্ট গ্রহের মুকুট ওঠে বৃহস্পতির মাথায়।

শনির চারপাশে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা ৮৩টি চাঁদ শনাক্ত করেছেন। তবে এসব উপগ্রহের বাইরেও জ্যোতির্বিদরা শনির চারপাশে প্রায় ৩ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের প্রচুর পাথর খুঁজে পেয়েছেন। এগুলো নিয়ে এখনও বিস্তর গবেষণা করছেন তাঁরা। উপগ্রহের শর্ত পূরণ করলে আবারও শনি হতে পারে সবচেয়ে বেশি উপগ্রহের গ্রহ।

বৃহস্পতির চারপাশে উপগ্রহগুলোর কক্ষপথ ওপর থেকে ঠিক এরকম দেখায়। ২০২১ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত বৃহস্পতি গ্রহের চারপাশ পর্যবেক্ষণ করেন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির কার্নেগি ইনস্টিটিউট ফর সায়েন্সের জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্কট শেপার্ড। পর্যবেক্ষণের এসব তথ্য তিনি গত বছর জার্নালে রিভিউয়ের জন্য জমা দেন। যাচাই বাছাই শেষে সন্ধান মেলে নতুন এই ১২টি উপগ্রহের। গবেষকদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, নতুন উপগ্রহগুলো বৃহস্পতি থেকে বেশ দূরে রয়েছে। এর মধ্যে ৯টি উপগ্রহ আছে সবচেয়ে দূরে। বৃহস্পতিকে একবার প্রদক্ষিণ করতে এদের কোনো কোনোটির ৫৫০ দিনেরও বেশি সময় লাগে বলে ধারণা করছেন মাইনর প্ল্যানেট সেন্টারের বিজ্ঞানীরা।

নতুন এই চাঁদগুলো আকারেও বেশ ছোট। মাত্র ৫টি চাঁদের ব্যাস ৮ কিলোমিটারের বেশি। বাকিগুলো এর চেয়েও ছোট। তাই বিশেষ দূরবীন ছাড়া এসব চাঁদকে পৃথিবী থেকে দেখার সুযোগ নেই।

দূরবর্তী ৯টি চাঁদ বৃহস্পতির চারপাশে রেট্রোগ্রেড কক্ষপথে ঘুরছে। অর্থাৎ বৃহস্পতি নিজ অক্ষে যে দিকে ঘোরে, এগুলো ঘুরছে তার উল্টোদিকে। গ্রহের ঘূর্ণনের সঙ্গে একই দিকে উপগ্রহ ঘুরলে সেই উপগ্রহের কক্ষপথকে বলা হয় প্রোগ্রেড কক্ষপথ। বৃহস্পতিকে একবার প্রদক্ষিণ করতে এদের কোনো কোনোটির ৫৫০ দিনেরও বেশি সময় লাগে বলে ধারণা করছেন মাইনর প্ল্যানেট সেন্টারের বিজ্ঞানীরা। নতুন চাঁদগুলোর এই স্রোতের বিপরীতে ঘোরার ব্যাপারটি বিজ্ঞানীরা গুরুত্বের সঙ্গে দেখছেন। ধারণা করছেন, এই ছোট ছোট উপগ্রহগুলো বড় কোনো উপগ্রহের ভাঙা অংশ হতে পারে। এমন হলে মহাকাশের বিপুল রহস্য ভাণ্ডারে যোগ হবে নতুন আরেক রহস্য। হাতের নাগালের এই রহস্য সমাধান করাও মানুষের জন্য খুব কঠিন কিছু হবে না বলেই আশা করছেন তাঁরা। নতুন আবিষ্কৃত উপগ্রহগুলো ভবিষ্যতের মহাকাশ অভিযানের জন্য দারুণ লক্ষ্যবস্তু হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বৃহস্পতি সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জানার জন্য ২০২৪ সালের এপ্রিলে ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি জুস নামের একটি মহাকাশ অভিযান পরিচালনা করবে। একই বছর অক্টোবরে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা তাদের ইউরোপা ক্লিপার নামের আরও একটি অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনা করেছে। এই দুটি অভিযান সফল হলে সমাধান হতে পারে নতুন এই চাঁদগুলোর রহস্য। অভিশপ্ত এই বইয়েই রয়েছে পৃথিবীর সব রহস্যের সন্ধান! যুগ যুগ ধরে চলেছে খোঁজ

অনেকেই খুঁজছে বইটা। তাদের মতে, এটা নেই বলা হলেও আসলে আছে। কিন্তু 'অবিশ্বাসী'দের মত হল, এটা আছে বলে মনে হলেও কোথাও নেই। তাই তাকে খুঁজে চলারও অন্ত নেই। শুনতে যতই ধাঁধার মতো মনে হোক, অভিশপ্ত 'নেক্রোনমিকন' মহাগ্রন্থটি এমনই কুয়াশা ছড়িয়ে রেখেছে বিশ্বজুড়ে। প্রায় একশো বছর হতে চলল, বহু মানুষই বুক ফাটিয়ে বলে চলেছেন, "আছে, আছে, সব আছে, সব সত্যি"! কিন্তু আজ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি বইটি। পাওয়ার কথাও নয় বোধহয়। এই বই যে স্বপ্নে পেয়েছিলেন এইচপি লাভক্র্যাফট। সর্বকালের অন্যতম সেরা মার্কিন এই লেখক সেখান থেকেই একে আমদানি করেছিলেন তাঁর লেখায়। চর্মচক্ষে এই বইটি কেউই দেখেননি। কিন্তু সতিই কি তাই?

মনে হতেই পারে কেন বহু মানুষ খুঁজছেন বইটি? কী আছে তাতে? একটু খোলসা করা যাক। আসলে এ এমন এক বই, যেখানে মৃত শরীরে প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়ার কৌশল বলা রয়েছে। আবার পৃথিবীর দুর্গম কোণে ঘুমিয়ে পড়া কবেকার অতিকায় সব মহাদানবদের জাগিয়ে তোলার মন্ত্রও সেখানে আছে। আছে এমনই আরও সব অতিপ্রাকৃত কৃতকৌশল, যা একবার জেনে ফেললে সব কিছুই চলে আসবে হাতের মুঠোয়। বইটি বাঁধানো মানুষের চামড়ায়। পাতাগুলিতে যে অক্ষরসজ্জা, তা রক্তে লিখিত!

সর্বকালের সেরা মার্কিন

হ্যাঁ, আপনিও কিন্তু নেক্রোনমিকনের কথা জানেন। বিখ্যাত হলিউডি ভূতুড়ে ছবি 'ইভিল ডেড' দেখেছেন নিশ্চয়ই। পরে যার আরও বহু সিক্যুয়েলও মুক্তি পেয়েছে। সেই ছবিতে দেখা মিলেছিল 'বুক অফ দ্য ডেড'-এর। যে বইয়ের বিভিন্ন অংশ পড়তে গিয়ে অজান্তেই অন্ধকার দুনিয়ার ভয়ংকর শক্তিদের জাগিয়ে ফেলেছিল কয়েকজন কলেজ পড়ুয়া তরুণ-তরুণী। রাতারাতি তাদের জীবন কেমন নরক গুলজার হয়ে উঠেছিল তা সকলেই জানেন। যাই হোক, এই বইটিই আসলে নেক্রোনমিকন । যা নাকি পুরোটা একসঙ্গে নেই। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এর বিভিন্ন টুকরো। সব ক'টি টুকরো একসঙ্গে জুড়তে পারলে যে বিপুল শক্তির অধিকারী হওয়া যাবে, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সেই কাজটা কঠিন। তবে আপনি যদি এর একটি খণ্ডও পান, সেটাই অনেক। কিন্তু কোথায় আছে সেই সব খণ্ড? পৃথিবীর কোন অন্ধকার কুঠুরিতে?

গত শতকের তিনের দশক থেকেই শোনা যেতে থাকে 'নেক্রোনমিকন' কোনও কাল্পনিক বই নয়। সতি সতি রয়েছে এই মহাগ্রন্থ। এর কয়েক বছর আগে ১৯২২ সালে লাভক্র্যাফট লিখেছিলেন 'দ্য হাউন্ড'। থরথরিয়ে কেঁপে ওঠার মতো গল্প। বছর দুয়েক পরে ১৯২৪ সালে প্রথমবার ছাপার অক্ষরে উল্লিখিত হয় 'নেক্রোনমিকনে'র কথা। সেখানে জানানো হয়েছিল 'ম্যাড আরব' ওরফে আবদুল আলহাজরেদ। তাঁর কথা কিন্তু 'দ্য নেমলেস সিটি' নামের আরেক আশ্চর্য গল্পে আগেই লিখেছিলেন লাভক্র্যাফট। সেই শুরু। এরপর লেখক নিজেই সেই মহাগ্রন্থের এক কল্পিত ইতিহাস লেখেন। আর তাতেই বইটি ঘিরে কুয়াশা ঘনাতে থাকে। বহু মানুষই ক্রমে বিশ্বাস করে ফেলেন, নিছক কল্পনা নয়। সতিই আছে 'নেক্রোনমিকন'।

কিন্তু লাভক্র্যাফট কেন এমন একটি বইয়ের কল্পনা করেছিলেন? কিংবদন্তি মার্কিন সাহিত্যিক নিজে দাবি করেছিলেন, স্বপ্নেই তাঁর মনের ভিতরে ভেসে উঠেছিল বইটির নাম। যদিও অনেকের দাবি, এই বইয়ের আইডিয়া সেই অর্থে লাভক্র্যাফটের মৌলিক নয়। তিনি রবার্ট ডবলিউ চেম্বার্সের গল্প সংকলন 'দ্য কিং ইন ইয়েলো' থেকে নাকি রহস্যময় এমন একটি বইয়ের ধারণা পেয়েছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই এই নিয়ে নানা তর্ক-বিতর্ক রয়েছে। কিন্তু নেক্রোনমিকন ও লাভক্র্যাফট প্রায় একসঙ্গেই উচ্চারিত হয় পৃথিবী জুড়ে। দুটি নাম ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত হয়ে রয়েছে। তবে বইটা যে আছে, এই ধারণা জমাট বাঁধে 'সাইমন নেক্রোনমিকন' বা ওই ধরনের আরও বেশ কিছু বই থেকে। যেগুলিকে দাবি করা হয়েছিল 'সত্যি' নেক্রোনমিকন বলে। সেখানে নাকি ব্যাবিলনীয় ও সুমেরীয় 'টেক্সটে' লেখা আছে বিশ্বকে হাতের মুঠোয় পাওয়ার মন্ত্র! এমনকী, হিটলারের উত্থানের সময় বলা হতে থাকে নাৎসি বাহিনীর সর্বাধিনায়কের প্রতিপত্তির মূলে রয়েছে 'নেক্রোনমিকন'! ততদিনে অকালমৃত্যু হয়েছে লাভক্র্যাফটের। কিছু না থেকেও তিনি প্রবল ভাবে থেকে গেলেন। অসাধারণ সাহিত্যসৃষ্টি ও রহস্যের কুয়াশামাখা জীবনের যুগলবন্দিতে। যার কেন্দ্রবিন্দুই হয়তো এই বই।

এই মহাবিশ্ব রহস্যময়। সেই রহস্যকে বিজ্ঞান নিজের মতো করে সমাধান করে চলেছে। কিন্তু এরই সমান্তরালে রয়েছে অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস। যা বলে, এই মহাজগতের রহস্য এখনও বিজ্ঞানের আয়ত্তে আসেনি। একমাত্র অতিপ্রাকৃতের চর্চাই দিতে পারে সেই মহাজ্ঞান। আর সেই জ্ঞানেরই আকরগ্রন্থ হল 'নেক্রোনমিকন'। এখানে রয়েছে এমন সব আদিম দেবতাদের উল্লেখ, যারা একবার জেগে উঠলে বিশ্ব সংসার রসাতলে যাবে। যাদের কাছে এই সভ্যতা নিছকই বুদবুদের মতো। স্বাভাবিক ভাবেই এমন বই সকলেই হাতের মুঠোয় পেতে চাইবে। বিশেষ করে যারা আচমকা ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখে। সারা পৃথিবীতে এমন মানুষের সংখ্যা তো কম নয়। তাদের সকলের মুখে মুখে গোটা দুনিয়া জুড়ে 'নেক্রোনমিকন' ও তার অলৌকিক বিভার কাহিনি ছড়িয়ে গিয়েছে।

সময় গড়িয়েছে। লাভক্র্যাফটের মৃত্যুর পর কেটে গিয়েছে প্রায় নয় দশক। কিন্তু তাঁর কলমের ডগা থেকে সৃষ্টি হওয়া এক মহাগ্রন্থের জলছাপ এভাবেই তৈরি করে রেখেছে আলোড়ন। আসলে যেটা নেই, সেটাই বোধহয় সবচেয়ে বেশি মায়া তৈরি করে। সে মায়াকে কাটানো যায় না। সাধারণ মানুষের চোখে ব্রহ্মাণ্ডের অসীম বিস্তার ও জগতের লীলা এমনই অপার, তারা তাকে বুঝে উঠতে পারে না। তাদের কাছে এই ধরনের মহাগ্রন্থের ধারণা তাই সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। এর বাইরেও রয়েছে এক দল, যাঁরা কল্পনারসে মনকে আর্দ্র করে রাখেন। তাঁরা ভাবতে ভালবাসেন, পৃথিবীর দুর্গমতম কোনও কোণে, সে নির্জন দ্বীপ হতে পারে অথবা বরফে ঢাকা মেরুদেশ কিংবা মরুভূমির বালিময় সমুদ্রের কোনও প্রান্তে, লুকনো রয়েছে 'নেক্রোনমিকন'। এই কল্পনার যে রোমাঞ্চ, তাকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেন তাঁরা। এই ভাবেই 'জীবন্ত' হয়ে রয়ে গিয়েছে নেক্রোনমিকন। আজও। যা টিকে থাকবে আগামীদিনেও। রহস্যের আবেদন যে কখনও ফুরোয় না।

ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে এসেছিল বুলেট, লুটিয়ে পড়লেও মাতঙ্গিনী হাজরা তখনও ধরেছিলেন জাতীয় পতাকা

১৯৪২ সালের ২৯ শে সেপ্টেম্বর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল দেশজুড়ে। সেই জোয়ার এসে ধাক্কা দিয়েছিল বাংলার মাটিকেও। ক্ষণে ক্ষণে সেদিন শ্লোগান উঠেছিল "ইংরেজ ভারত ছাড়ো, করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে, বন্দেমাতরম।" তমলুক থানার আকাশ বাতাস কাঁপছিল সেদিন সত্তোরোর্ধ এক বৃদ্ধার গলার দাপটে। তবে ইংরেজদের কানে সে আওয়াজ সহ্য হয়নি। ছুটে এসেছিল তারা বন্দুক নিয়ে। অহিংস পথে আন্দোলন করা সেই দলটার ওপর নির্বিচারে চলেছিল গুলি। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন মাতঙ্গিনী হাজরা। গুলি এসে লাগল তাঁর পায়ে, হাতের শঙ্খ মাটিতে পড়ে গেল, পরের বুলেটের আঘাতে হাত নেমে এলো মাটিতে। তখনও তিনি বলছেন, "ইংরেজ তুমি ভারত ছাড়ো।" পরের বুলেট এসে লাগল তাঁর কপালে। প্রাণহীন দেহ পড়ে গেল মাটিতে। কিন্তু জাতীয় পতাকা তখনো হাতের মুঠোতে ধরা। সেই মহিয়সী নারীর নাম মাতঙ্গিনী হাজরা। যাঁর অন্য নাম গান্ধী বুড়ি। ১৮৭০ সালের ১৯ অক্টোবর তমলুকের হোগলা গ্রামের মাইতি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন মাতঙ্গিনী হাজরা। ঠাকুরদাস মাইতি ও ভগবতী মাইতির এক মাত্র মেয়ে ছিলেন তিনি। ছোটবেলা থেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামের লড়াইয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় পড়েছিলেন মাতঙ্গিনী দেবী। অত্যন্ত দারিদ্র্যের কারণে প্রথাগত শিক্ষা লাভের সুযোগ তিনি খুব একটা পাননি। খুব অল্প বয়সে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। মাত্র ১৮ বছর বয়সী তিনি বিধবা হন। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। এর পর থেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামের লড়াইয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠেন মাতঙ্গিনীদেবী। স্বামীর মৃত্যুর পর শ্বশুরবাড়ি থেকে প্রায় পরিত্যাজ্য হন তিনি। এসময় থেকেই সমাজের বিভিন্ন সেবামূলক কাজে তাঁর আকর্ষণ বাড়তে থাকে। একাধিকবার বসন্ত রোগ মহামারী আকারে দেখা দেয় বাংলা জুড়ে। সে সময় বসন্ত রোগীদের সেবায় প্রাণপাত করেন তিনি। এই সময় কংগ্রেস নেতা গুণধর ভৌমিকের সঙ্গে তাঁর পরিচিতি হয়। আস্থা বাড়তে থাকে কংগ্রেসে। এরপর ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যুক্ত হন সক্রিয়ভাবে।

মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন মাতঙ্গিনী হাজরা। সে কারণে তাঁর অন্য নাম ছিল গান্ধী বুড়ি। সারা দেশ জুড়ে ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হলে, তিনি আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। কাঁথি থেকে লবণ সত্যাগ্রহ শুরু হয়। তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গ্রামের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে শুরু হয় পুলিশের অত্যাচার। মুক্তি পাবার পর আবার আন্দোলনে যোগদান তাঁর। তাই আবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। বহরমপুরের কারাগারে ৬ মাস তিনি বন্দি ছিলেন। মুক্তি লাভের পর নিজের হাতে চরকা কেটে খাদির কাপড় বানানো শুরু করেন। জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্যপদ গ্রহণ করেন। ১৯৪২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তমলুক থানা দখলের সময় পুলিশের গুলিতে তাঁর প্রাণ যায়। গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেও দেশের পতাকাকে তিনি মাটিতে ফেলেননি।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির বিজয়ী প্রার্থী প্রতীমা ভৌমিক, বিশ্ববন্ধু সেন, রতন লাল নাথ, প্রফেসর ডা. মানিক সাহা, কিশোর বর্মন, প্রণজিৎ সিংহ রায়, টিংকু রায় এবং সুশান্ত চৌধুরী।

ফিরহাদের ডিএ নিয়ে মন্তব্যে বাড়ছে প্রতিবাদের মাত্রা

কলকাতা, ২ মার্চ (হি. স.) : ডিএ নিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের মন্তব্যে প্রতিবাদের মাত্রা ক্রমেই বাড়ছে। বৃহস্রতিবার সামাজিক মাধ্যমে যুক্ত হয়েছে প্রচুর প্রতিক্রিয়া।

মঙ্গলবার বিধাননগরের ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডে 'আশ্রয় প্রকল্প'-এ বাড়ি উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে গিয়ে তিনি বলেন, "ডিএ নিয়ে এখন অনেক কথা হচ্ছে। মানুষের কাছে কোনটা অগ্রাধিকার হওয়া উচিত? যারা অবহেলিত এবং বঞ্চিত, তাদের মুখে ভাত তুলে দেওয়া? নাকি যারা অনেক পাচ্ছে তাদের আরও বেশি পাইয়ে দেওয়া?" "কেন্দ্রের সরকার যখন অনেক টাকা দিচ্ছে, তখন ওখানে গিয়ে যোগ দিন", ডিএ আন্দোলনকারীদের কড়া বার্তা ফিরহাদের।

বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক অনীক দত্ত শেয়ার করেছেন, "আর সরকারি কর্মচারী তার ন্যায্য বেতনের বকেয়া চাইলে ঘেউ ঘেউ? না পোষালে ছেড়ে দিন হুমকি? তুমি দিয়েছিলে চাকরি? তোমার বাড়ির টাকায় বেতন হয় ? তোমার বাড়ির চাকর-বাকর এরা ? এসএসসি পিএসসি-র পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পাওয়ারা মাইনে চাইলে তুমি নবাবী দেখাচ্ছ ? ত্রিপুরা, সাগরদিঘি, নওসাদ কিন্তু ক্যালেন্ডারের শেষ দিন নয়। কোনটা কার প্রাপ্য বোঝানোর দিন ফুরোচ্ছে না।"

ডঃ কল্যাণ কুমার ভট্টাচার্য্য লিখেছেন, "একটা ঘুষখোর, জেলে যাওয়া, মিনি পাকিস্তান বানানোর স্বপ্ন দেখার গলার জোর দেখছেন? নেতাজির মেয়রের চেয়ারে বসে রংবাজ ছেলেদের মতো কথা বলছে, সাহসটা কে যোগাচ্ছে?"

পরিবেশবিদ সমীর বসু বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, "রাজ্য সরকারের যে সমস্ত প্রকল্প খুব জনপ্রিয় এবং তাতে যে পরিমাণ টাকা বরাদ্দ থাকে সেগুলো পরিকল্পিত বরাদ্দ খাতে ধরা হয়। মহার্ঘভাতা, যা বেতনের অংশ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে, সেই টাকার বরাদ্দ ধরা হয় এই পরিকল্পিত বরাদ্দের বাইরে।দুটো কখনই এক নয়। কিন্তু রাজ্যের বিভিন্ন মন্ত্রী এবং নেতানেত্রীদের একাংশ মানুষকে বিভ্রান্তিকর কথা পরিবেশন করে চলেছেন। এই সমস্যার সমাধান না করে তাঁরা এটিকে অন্যমাত্রায় নিয়ে যেতে প্রস্তুত। এবার আদালত নির্দেশিত এই আর্থিক দায়কে ঝেড়ে ফেলতে তৎপর হয়েছেন মন্ত্রীসভার হেভিওয়েট নেতা ফিরহাদ হাকিম। কেন্দ্রীয় সরকারের যথাসময়ে নিয়মিত মহার্ঘভাতা মিটিয়ে দেওয়ার ঘটনাকে উল্লেখ করে তিনি, রাজ্য সরকারের কর্মী ও শিক্ষকদের কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে যোগ দিতে পরামর্শ দেন,কারণ হিসেবে তিনি বলেন যে রাজ্য প্রান্তিক মানুষের বরাদ্দ কমিয়ে সেই টাকা স্বচ্ছল কর্মীদের বিলিয়ে দেওয়া অন্যায় বলেই মনে করে।

রাজ্যের কর্মচারী সমাজ এই উপদেশ মেনে নিতে পারছেন না কারণ তারা মনে করেন যে এইভাবে কর্মী ও শিক্ষকদের সাধারণ মানুষের কাছে নির্দয় হিসেবে প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা হচ্ছে।যেটি আদপেই একটি অবাস্তব সমীকরণ। রাজ্যের কর্মীদের জন্য আর্থিক দায় রাজ্যকেই বহন করতে হবে।"

মহম্মদ মামুন আল রসিদ ফেসবুকে লিখেছেন, "স্যান্ডো গেঞ্জিকে বোঝা দরকার ডিএ পাইয়ে দেওয়ার বিষয় নয়, আর ডিএ নির্ধারণ হয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সূচকের উপর নির্ভর করে। তাহলে স্যান্ডো গেঞ্জিদের সরকার বলে দিক, যে তারা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করবে না। লিখিত অর্ডার বের করুক। তাহলে কোন কর্মচারী সরকারি হোক বা বেসরকারি, তারা কখনো ডিএ-র দাবি তুলবে না।"

শতরূপ ঘোষ ববি হাকিমের বক্তব্যের ভিডিও যুক্ত করে সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, "ববি হাকিম খাঁটি মানুষ, একদম খাঁটি কথা বলেছেন। ডিএ নেওয়াটা পাপ। উনি স্যান্ডো গেঞ্জি পড়ে যেটা নেন সেটা পাপ নয়।"।

এক নেটনাগরিক লিখেছেন, "শান্তিপ্রসাদ বাড়িতে সোনা জমাবে। ওটা ওর প্রাপ্য। মানিক লন্ডনে বাড়ি বানাবে। ওটা ওর প্রাপ্য। অনুব্রত পাঁচ -ছ"বার লটারি পাবে। প্রাপ্য। পার্থ অপার সম্পদ সরাতে লরি লাগবে। প্রাপ্য। কেউ লুঙ্গিতে, কেউ তোয়ালেতে ঘুষ নেবে, সৌগত স্যার টাকা গোছাতে গোছাতে বলবেন, থ্যাঙ্ক ইউ। প্রাপ্য।"

প্রসঙ্গত, ডিএ নিয়ে ফিরহাদের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বুধবারই পুরকর্মীদের একাংশ প্রকাশ্যে বিক্ষোভ দেখান। এক সরকারি কর্মচারী সংবাদমাধ্যমে বলেন, "আপনি যদি বেতন না দিতে পারেন, তাহলে চেয়ার ছেলে চলে যান। কর্মচারীরা ৬০ বছর পর্য্যন্ত মাথা উঁচু করে থাকবে। আপনার মতো পাঁচবছর পরপর নিজের কুর্সি বাঁচানোর জন্য হাতজোড় করে জনগণের কাছে ভিক্ষা চাইতে যাবে না। তাই যত এরকম বাজে কথা বলবেন, এ আন্দোলন তত আরও তীব্র হবে। আপনি পাপে আকণ্ঠ পরিপূর্ণ। তাই আপনাকে আদালতে যেতে হয়। কোনও কর্মচারীকে কোর্টে যেতে হয় না।"

জি-২০ গোষ্ঠী ব্যতিক্রমী দায়িত্ব বহন করে, বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকে বললেন এস জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ (হি.স.): জি-২০ গোষ্ঠী একটি ব্যতিক্রমী দায়িত্ব বহন করে, বৃহস্পতিবার দিল্লিতে অনুষ্ঠিত জি-২০ বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকে বললেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। তিনি বলেছেন, 'আসুন আমরা নিজেদেরকে মনে করিয়ে দিই, এই গ্রুপিং একটি ব্যতিক্রমী দায়িত্ব বহন করে। আমরা প্রথম বিশ্বব্যাপী সঙ্কটের মধ্যে একত্রিত হয়েছিলাম এবং আজ আবারও বাস্তবে একাধিক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি।'

বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর বলেছেন, বর্তমান বিশ্ব আর্কিটেকচার অষ্টম দশকে। এই সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য সংখ্যা চারগুণ হয়েছে। এটি বর্তমানের রাজনীতি, অর্থনীতি, জনসংখ্যা বা আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করে না। ২০০৫ সাল থেকে, আমরা উচ্চ স্তরে সংস্কারের জন্য অনুভূতি প্রকাশ করতে শুনেছি।

ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া! নাগপুরে জরুরি অবতরণ মাসকটগামী বিমানের, যাত্রীরা সুরক্ষিত

নাগপুর, ২ মার্চ (হি.স.): বড়সড় বিপদের থেকে রক্ষা পেল মাসকটগামী সালাম এয়ারের একটি বিমান। বাংলাদেশের চিটাগং থেকে মাসকটগামী সালাম এয়ার বিমানে আগুনের আতঙ্ক দেখা দেয়, ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখা মাত্রই জরুরি ভিত্তিতে মহারাষ্ট্রের নাগপুরে নামানো হয় বিমানটিকে। সূত্রের খবর, ইঞ্জিনে থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখা মাত্রই জরুরি ভিত্তিতে অবতরন করানো হয় বিমানটিকে।

বুধবার রাতে মাসকট ফেরার পথে ধোঁয়া দেখা দেয় বিমানে। চট্টগ্রাম থেকে মাসকটে যাওয়ার ওই বিমানটিতে প্রায় ২০০ জন যাত্রী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। ছিলেন ৭ জন ক্রু মেম্বারও। যাত্রীরা সবাই সুরক্ষিত রয়েছেন বলে জানিয়েছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।

শিশুদের প্রতি অপরাধ হজম করা কঠিন, ভিন্নভাবে তা মোকাবিলা করা প্রয়োজন : কিরেণ রিজিজু

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ (হি.স.): সমস্ত অপরাধই খারাপ, কিন্তু শিশুদের প্রতি অপরাধ হজম করা কঠিন, ভিন্নভাবে তা মোকাবিলা করা প্রয়োজন। বললেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত একটি সম্মেলনে বক্তব্য রাখায় সময় কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরেণ রিজিজু বলেছেন, যদি মহিলা ও শিশুরা নিরাপদ না থাকে, তাহলে একটি সমাজ অথবা দেশ নিজস্ব অর্জন উদযাপন করতে পারে না।

তিনি আরও বলেছেন, আমাদের আইনী বিধানের বাইরে যেতে হবে, এবং মহিলা ও শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সমাজকে একত্রিত হতে হবে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের এই সম্মেলনকে 'সময়োপযোগী এবং অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক' হিসাবে বর্ণনা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, 'আমরা আশা করি এই সম্মেলন থেকে সুনির্দিষ্ট ফলাফল বেরিয়ে আসবে।'

সেবি-কে আদানি-হিন্ডেনবার্গ মামলার তদন্ত শেষ করার নির্দেশ, রিপোর্ট তলব সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ (হি.স.): ভারতের শেয়ার বাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা 'সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া' (সেবি)-কে আদানি-হিন্ডেনবার্গ মামলা নিয়ে দ্রুত তদন্ত শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সেবি-কে আগামী দু'মাসের মধ্যে এই সংক্রান্ত রিপোর্ট শীর্ষ আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হিন্ডেনবার্গ ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টের এই পর্য্যবেক্ষণে খুশি প্রকাশ করেছেন গৌতম আদানি, তাঁর মতে সত্যের জয় হবে। টুইট করে গৌতম আদানি জানিয়েছেন, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে স্বাগত জানিয়েছে আদানি গোষ্ঠী। সত্যের জয় হবে।'

মূলত হিন্ডেনবার্গের রিপোর্ট এবং সেই রিপোর্টে আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ করা হয়েছে, তা নিয়ে তদন্ত করছে সেবি। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানিয়েছে, সেবি যেন এই মামলার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত করে। বেঞ্চ বলেছে, "সেবিকে তদন্ত করে দেখতেই হবে যে, সত্যিই বেআইনি ভাবে শেয়ারের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছিল কি না।" একটি বিশেষজ্ঞ কমিটিও তৈরি করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এএম সাপ্রের নেতৃত্বে ওপি ভট্ট, বিচারপতি কেপি দেবদত্ত, কেভি কামাথ, নন্দন নিলেকানি এবং সোমাশেখর সুন্দারেশনেপ কমিটি শেয়ার বাজারের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখবেন।

অ্যাডিনোভাইরাসে ফের মৃত্যু! কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রাণ হারাল হুগলির শিশু

কলকাতা, ২ মার্চ (হি.স.): অ্যাডিনোভাইরাস প্রাণ কাড়ল আরও একটি শিশুর। বৃহস্পতিবার ভোরে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে হুগলির ১ বছর ৩ মাস বয়সি এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মৃতার নাম শ্রেয়া পাল। হাসপাতাল সূত্রে খবর, প্রবল জ্বর এবং শ্বাসকষ্ট নিয়ে ওই শিশুকে গত ২১ ফেব্রুয়ারি হুগলির সরকারি হাসপাতাল থেকে মেডিক্যাল কলেজে রেফার করা হয়। তার পরেই তার শরীরে অ্যাডিনোর রয়েছে কি না তা জানতে পরীক্ষা করা হয়।

পরীক্ষার ফল আসার পর দেখা যায় ওই শিশুর শরীরে দানা বেঁধেছে অ্যাডিনোভাইরাস। হাসপাতালে ভর্তি থাকার সময় শিশুটির দুই ফুসফুসে নিউমোনিয়া হয়। এর পর বৃহস্পতিবার ভোরে একাধিক অঙ্গ বিকল হয়ে যাওয়ার কারণে মৃত্যু হয় ওই শিশুর। অ্যাডিনোভাইরাস ক্রমেই উদ্বেগ বাড়াচ্ছে, গত মঙ্গলবার গভীর রাত থেকে বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত রাজ্যে বি সি রায় শিশু হাসপাতালে তিন জন, কলকাতা মেডিক্যালে তিন জন এবং উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে এক জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের ফলিক অ্যাসিড খাওয়া নিয়ে বিশেষজ্ঞদের আর্জি

কলকাতা, ২ মার্চ (হি. স.) : সন্তান ধারণের বয়সের মহিলাদের পর্য্যাপ্ত পরিমাণ ফলিক অ্যাসিড না খাওয়ায় নানা সময়ে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের ফলিক অ্যাসিড দেওয়া হয় মূলত রক্তাল্পতা (অ্যানিমিয়া) প্রতিরোধ করতে। প্রতি বছর ৩ মার্চ দিনটা প্রতিবন্ধকতা নিবারণ দিবস হিসেবে সারা বিশ্বে পালিত হয়। এই বিশেষ দিনে এ ব্যাপারে সচেতনতা তৈরির উপযোগিতার কথা বললেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা।

কোনও নারী সন্তানসম্ভবা হয়েছেন কি না তা পরীক্ষা করা হয় গর্ভ সঞ্চারের বেশ কয়েক সপ্তাহ পরে। তার মধ্যেই ভ্রূণের শিরদাঁড়া বা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বা (সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম) তৈরি হয়ে যায় এবং এই তৈরির সময়ে মায়ের শরীরে অতিরিক্ত ফলিক অ্যাসিডের প্রয়োজন।

বিশিষ্ট স্নায়ু রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. সন্দীপ চ্যাটার্জির মতে, এ ব্যাপারে সরকারের নীতি বদল করা দরকার। যাতে আয়োডিন যুক্ত লবণের মতোই ফলিক অ্যাসিডও যুক্ত করা যায় এবং সন্তান ধারণের বয়সের সব মহিলাই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফলিক অ্যাসিড পান। ফলিক অ্যাসিড অন্যদের কোনও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বা কোনও ক্ষতি করে না।

কলকাতা প্রেস ক্লাব এবং দ্য ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর পেডিয়াট্রিক নিউরো সার্জারি ও দ্য স্পাইনা বিফিনা ফাউন্ডেশন (ওয়েস্টবেঙ্গল)-এর বিষয়টি নিয়ে বুধবার একটি আলোচনার আয়োজন করে।

হায়দরাবাদ হাউসে মিলিত মোদী-জর্জিয়া, দ্বিপাক্ষিক বৈঠক দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ (হি.স.): দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে মিলিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি। দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে বৈঠক হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে হায়দ্রাবাদ হাউসে জর্জিয়াকে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী মোদী, এরপর উভয়ে দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে বৈঠক করেছেন।

ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি বৃহস্পতিবার সকালেই দিল্লিতে এসে পৌঁছন, বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে ইউরোপীয় দেশ থেকে কোনও শীর্ষ নেতার এটিই প্রথম ভারত সফর। বিমানবন্দরে মেলোনিকে স্বাগত জানান কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ভারতী পি পওয়ার। পরে রাষ্ট্রপতি ভবনে ইতালির প্রধানমন্ত্রীকে ভারতের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন জর্জিয়া মেলোনি। এরপর হায়দরাবাদ হাউসে মিলিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি।

থানে-তে দু''টি অটো রিক্সায় গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু একজনের, অভিযুক্ত চালকের খোঁজে পুলিশ

থানে, ২ মার্চ (হি.স.): মহারাষ্ট্রের থানে-তে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দু''টি অটো রিক্সায় ধাক্কা মারল একটি গাড়ি। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একটি অটো রিক্সার চালকের, এছাড়াও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। বুধবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ইস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়েতে। এই দুর্ঘটনায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। দুর্ঘটনার পর পালিয়ে যাওয়া ঘাতক গাড়ির চালককে খুঁজছে পুলিশ। গাড়িটি আটক করেছে পুলিশ।

থানে পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার রাতে ইস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়ের ওপর একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দু''টি অটো রিক্সায় ধাক্কা মারে। একটি অটোরিক্সার চালকের মৃত্যু হয় দুর্ঘটনাস্থলেই, দুর্ঘটনার পরই সুযোগ বুঝে পালিয়ে যায় গাড়ির চালক। রাবোদি থানায় মামলা দায়ের করেছে। অভিযুক্তকে পাকড়াও করতে তল্লাশি চলছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

এই পায়েস শুধু স্বাদে নয় প্রোটিন-ক্যালসিয়ামেও সমৃদ্ধ

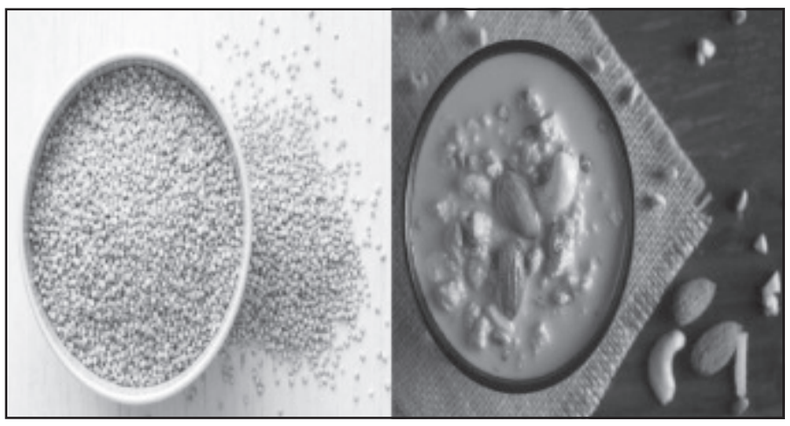

প্রায়ই সময়েই মানেই বাড়িতে তৈরি হয় নতুন গুড়ের পায়েস। নলেন গুড়ের পায়েসের স্বাদই আলাদা। এছাড়াও হিন্দু সংস্কৃতিতে পায়েস খুবই শুভ। আর তাই যে কোনও অনুষ্ঠানেই পায়েস হবেই। জন্মদিন, বিয়েবাড়ি, আইবুড়োভাত, অন্নপ্রাশন যে কোনও অনুষ্ঠানে পাতে পায়েস থাকবেই। এছাড়াও পুজোর প্রসাদ হিসেবেও থাকে পায়েস।

শেষপাতে পায়েস খেতে বেশ লাগে। যদিও অনুষ্ঠান ছাড়া বাড়িতে শেষপাতে পায়েস খাবার খুব একটা সুযোগ থাকে না। অনেকেই ভাবেন পায়েস খেলে সুগার বাড়ে। যে কারণে লোভ হলেও পায়েস থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রাখেন। শুধু চাল নয়, অনেক কিছু দিয়েই পায়েস বানানো যায়। চিঁড়ের পায়েস, সাবুদানার পায়েস, ওটসের পায়েস, ডালিয়ার পায়েস এসব তো হয়ই। তবে মুখের স্বাদ ফেরাতে আর রাতে খাওয়া সম্পূর্ণ করতে পাতে রাখুন কুইনোয়ার পায়েস। এই পায়েস যেমন খেকে ভাল তেমনই পুষ্টিগুণে ভরপুর।

যাঁরা ডায়েট করেন, ভাত খান না তাঁরা পরিবর্ত হিসেবে কুইনোয়া খান। বিশ্বের প্রাচীন শস্যগুলোর মধ্যে অন্যতম হল কুইনোয়া। জোয়ার, বাজরা, রাগি ইত্যাদির সংমিশ্রণে তৈরি হয় কুইনোয়া। কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র আর তামিলনাড়ুতে জন্মায় এই মিলেট। এই শস্যের মধ্যে ফ্যাট একেবারেই নেই। এছাড়াও থাকে ক্যালশিয়াম, প্রোটিন, ম্যাগনেশিয়াম, ফাইবার, আয়রন, ফসফরাস, ক্যারোটিন, কার্বোহাইড্রেট, রাইবোফ্ল্যাভিন, থিয়ামিনের মত উপাদান। যা শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। সম্প্রতি এই কুইনোয়ার ক্ষীরের বিশেষ একটি রেসিপি শেয়ার করেছে। দেখে নিন কীভাবে বানাবেন।

এই ক্ষীর বানাতে যা কিছু লাগছে

ঘি- ১ চামচ, এলাচ- হাফ চামচ, কুইনোয়া- হাফ কাপ, জল-২ কাপ

দুধ-১ লিটার, গুড়-১৫০ গ্রাম কাজু, পেস্তা, আমন্ড- ৩ চামচ, যে ভাবে বানাবেন একটা প্রেসার কুকারে ঘি দিয়ে ওর মধ্যে কুইনোয়া, এলাচ গুঁড়ো এসব দিয়ে ভাল করে নেড়ে নিন। বাদামী হয়ে আসলে ওর মধ্যে সামান্য জল দিয়ে সিদ্ধ করে নিন। অন্য একটা পাত্রে দুধ জ্বাল দিতে বসান। দুধে সামান্য জল মিশিয়ে দেবেন। এবার দুধ ভাল করে জ্বাল দিয়ে ঘন করে নিয়ে ওর মধ্যে কুইনোয়া মিশিয়ে দিন। এবার ৫ মিনিট হাই ফ্লেমে রান্না করে নিন। ঘন হয়ে এলে উপর থেকে ড্রাই ফ্রুটস ছড়িয়ে পরিবেশন করুন। এই ক্ষীরের মধ্যে থাকে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ও অ্যান্টি কার্সিনোজেনিক বৈশিষ্ট্য। যা রক্তশর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। ক্যানসার, ডায়াবেটিস, হাইব্লাড প্রেসার বা যে কোনও সংক্রমণজনিত সমস্যায় ভুগলে তা রুখে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে কুইনোয়ার মধ্যে।

পায়েস ছাড়াও কুইনোয়া দিয়ে কেক, রুটি, লেমন রাইস এসব বানিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এছাড়াও আরও অনেক মুখরোচক রেসিপিও বানিয়ে নিতে পারেন এই কুইনোয়া দিয়ে।

কয়টি বিষয় ওজন কমানোর সময় অব্যশই মনে রাখুন

বাড়তি ওজন নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য অনেক বড় একটি সমস্যা। এতে যে কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্য নষ্ট হয় তা কিন্তু নয়। এই বাড়তি ওজনের কারণে অনেক কঠিন রোগও দেহে বাসা বাঁধে। যা অনেক সময় আমাদের অকাল মৃত্যুর কারণও হয়।

তাই এই বাড়তি ওজন কমাতে অনেকেই ডায়েট এবং শরীরচর্চা করেন। তবে ওজন কমানোর সময় তিনটি বিষয় অবশ্যই আমাদের মাথায় রাখা জরুরি। কারণ বেশিরভাগ মানুষ কেবল কাঙ্ক্ষিত ওজন পাওয়ার দিকে মনোযোগ দেয়। তারা নিজের সুস্থতার দিকে খেয়াল করে না, যার ফলে অনেক ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই যদি আপনিও ওজন কমানোর চেষ্টা করে থাকেন, তাহলে স্বাস্থ্যকরভাবে ওজন কমানোর জন্য আপনাকে অবশ্যই তিনটি জিনিস মনে রাখতে হবে। চলুন জেনে নেয়া যাক বিস্তারিত-

প্রতিদিনের খাবারে ফল রাখুন

সাধারণত ওজন কমানোর চেষ্টা করার সময় পরিশোধিত চিনি কম খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। ফলের মধ্যে যে প্রাকৃতিক চিনি থাকে তা আপনাকে সারাদিন চলার শক্তি যোগায়। সুতরাং নিজেকে সতেজ রাখতে এবং শক্তি সরবরাহ করতে প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় পর্যাপ্ত ফল যোগ করুন।

চলাফেরা বাড়ান

আপনার প্রতিদিনের চলাফেরা ওজন কমানোর জন্য সহায়ক হতে পারে। কারণ দীর্ঘ সময় বসে থাকলে তা আপনার ওজন আরো বাড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি কিছু মারাত্মক রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। আপনি যদি প্রতিদিন এক ঘণ্টা শরীরচর্চা করেন তবে দিনের অন্যান্য সময়েও চলাফেরা বাড়াতে হবে। সিঁড়ি বেয়ে ওঠা, ফোনে কথা বলার সময় হাঁটাহাঁটি, অফিস থেকে হেঁটে বাড়ি ফেরা এসব আপনার মেটাবলিজম বাড়িয়ে রাখতে সাহায্য করে এবং ওজন কমাতে সাহায্য করে।

নিজেকে হাইড্রেটেড রাখুন

আপনি ওজন কমানোর চেষ্টা করুন বা না করুন, নিজেকে হাইড্রেটেড রাখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রায়ই আমরা ক্ষুধা আর জল পানের তৃষ্ণার ভেতরে পার্থক্য করতে পারি না। তাই ক্ষুধা অনুভব হলেই যেকোনো খাবার না খেয়ে বরং জল পান করুন। এতে বাড়তি খাওয়ার ফলে বাড়তি ওজনের ভয় থাকবে না। বরং জল পানের কারণে বারবার ক্ষুধার অনুভূতি কম হবে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী প্রতিদিন কমপক্ষে ২.৫ লিটার জল পান করা উচিত। আবহাওয়া, আপনার শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাত্রা এবং আরো অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে এই জল পানের পরিমাণ বাড়তে পারে।

গাজরের স্যালাড রোজ খেলেই কাজ হবে

শরীর সুস্থ রাখতে এবং মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হরমোনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন। আজকাল হরমোনের সমস্যায় সকলেই ভুগছেন। শরীরে হরমোনের ভারসাম্যজনিত সমস্যা হলে সেখান থেকে একাধিক শারীরিক সমস্যা আসতে পারে। শরীরে হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখতে নিয়মমাফিক জীবনযাত্রা মেনে চলা এবং খাওয়া দাওয়া খুব জরুরি। আর এক্ষেত্রে ভাল কাজ করে কাঁচা স্যালাড। কিছুদিন আগেই আমেরিকার এক গবেষণায় উঠে এসেছে এই তথ্য। মহিলাদের মধ্যে ইস্ট্রোজেনের সমতা বজায় রাখতে খুব ভাল কাজ করে গাজর। একই সঙ্গে থাইরয়েড হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখতেও খুব ভাল কাজ করে এই গাজর। ইস্ট্রোজেনের মধ্যেকার সমতা বজায় রাখতে উদ্ভিজ প্রোটিনের ভূমিকা সবচাইতে বেশি। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভাল কাজ করে গাজরের স্যালাড। গাজর আমাদের লিভারের জন্য যেমন ভাল তেমনই শরীরের ডিটক্সিফিকেশনেও খুব ভাল কাজ করে। পাশাপাশি গাজর ইস্ট্রোজেনের সঙ্গে কর্টিসোল আর প্রোজেস্টেরন হরমোনের সমতাও বজায় রাখে। হরমোনের সমস্যা রুখতে কী ভাবে বানাবেন গাজরের এই স্যালাড? যা যা লাগছে- খোসা ছাড়ানো গাজর- ৫ থেকে ৬ টি সরষে- ১ চামচ নারকেল তেল- ১ চামচ অলিভ অয়েল- ১ চামচ অ্যাপেল সিডার ভিনিগার- ১ চামচ যে ভাবে বানাবেন গাজর খুব ভাল করে ধুয়ে নিয়ে সরু করে কুচি করে নিতে হবে। এবার এর মধ্যে নুন, রোস্টেড সরষে, নারকেল তেল, অলিভ অয়েল, অ্যাপেল সিডার ভিনিগার সব ভাল করে মিশিয়ে নিন।

অ্যান্টিবায়োটিকের, এই পাতা চিবিয়ে খেলেই সারবে জ্বর-সর্দি

কথায় বলে মাঘের শীত, বাঘের গায়। পৌষে পারদের উত্থান-পতনের পর মাঘের শুরুতে বেশ ভালই ব্যাটিং শুরু করেছে শীত। শহরতলিতে জাঁকিয়ে উপস্থিতি শীতের। কলকাতাতেও রয়েছে ঠান্ডার অনুভূতি। হাড় কাঁপানো ঠান্ডা না থাকলেও হাওয়া চালাচ্ছে, দুপুরের রোদে গরমও লাগছে। কখনও আকাশ মেঘলা থাকায় গুমোট পরিস্থিতিও তৈরি হচ্ছে।

তাপমাত্রার এই হঠাতপরিবর্তনের ফলে সর্দি, কাশি, জ্বর সবকিছুই জাঁকিয়ে বসেছে। আর এই ভাইরাল জ্বরে আক্রান্ত ছোট থেকে বড় সকলেই। ভাইরাল জ্বর অধিকাংশ সময়েই বায়ুবাহিত কারণের জন্য হচ্ছে। হাঁচি, কাশি আর শ্বাসের মাধ্যমে একজনের থেকে অন্যজনের শরীরে ভাইরাস ছড়ায়। আর এই ভাইরাল জ্বরের প্রকোপে গলাব্যথা, সর্দি, কাশি, হালকা জ্বর থেকে শুরু করে একাধিক উপসর্গ থাকে। আর তাই জ্বর এবং অন্যান্য উপসর্গ প্রকট হলে চিকিতকের পরামর্শ নিতে ভুলবেন না। ভাইরাল ফিভারের পাশাপাশি ডেঙ্গি, চিকুনগুনিয়া, ম্যালেরিয়াও হচ্ছে। তাই নিজে সচেতন থাকুন। ২ দিন পর যদি জ্বর না কমে তাহলে অবশ্যই চিকিতকের পরামর্শ নেবেন। জ্বর হলে অধিকাংশই প্রথমে অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে নেন। তবে সব সময় এই অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন পড়ে না। এতে শরীরে নানা রকম প্রভাব পড়ে। আর তাই সবথেকে ভাল যদি ঘরোয়া টোটকায় ভরসা রাখা যায়। জ্বর হলে প্রচুর পরিমাণে জল খেতে হবে। বিশ্রাম নিতে হবে। হালকা সহজপাচ্য খাবারের পাশাপাশি ভরসা রাখুন এই কয়েকটি পাতাতেও। যেমন-

ধনেপাতা- ধনেপাতার মধ্যে রয়েছে ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট, যা রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। ধনে পাতার মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিবায়োটিক যৌগ যা ভাইরাল সংক্রমণ দূর করতে সাহায্য করে। ঠান্ডা লাগা, সর্দি-কাশি আর জ্বরের সমস্যায় প্রথমেই সসপ্যানে একগ্লাস জল নিয়ে তার মধ্যে কিছু ধনেপাতা ফেলে ভাল করে ফুটিয়ে নিন। এবার দিনের মধ্যে অন্তত কয়েকবার এই জল ছেঁকে নিয়ে খান। এতে শরীরের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়বে। তুলসি পাতা- তুলসি পাতার মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিবায়োটিকের গুণ। থাকে ইউজেনল, সিট্রোনেলল, লিনালুলের মত একাধিক উপাদান। তুলসি পাতার মধ্যে থাকা অ্যান্টিবায়োটিক আর অ্যান্টিফাঙ্গাল বৈশিষ্ট্যই সর্দি, কাশি রুখতে সাহায্য করে। রোজ চায়ের জলে তুলসি পাতা ফেলুন আর তফাত দেখুন নিজের চোখেই।

অরিগ্যানো- পাস্তা, পিতায় ব্যবহার করা হয় অরিগ্যানো। তবে অরিগ্যানো খুবই শক্তিশালী একটি ভেষজ। এর মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিভাইরাল বৈশিষ্ট্য। যা সর্দি, কাশি রুখতে সাহায্য করে। কাঁচা হলুদ আর অরিগ্যানো পাতা একসঙ্গে সিদ্ধ করে খান। দিনের মধ্যে দুবার খেলে জ্বর, সর্দি-কাশি কমে।

টমেটো, ঢেঁড়শ, বরবটি বাদ না দিয়ে রোজ খান

রক্ত পরীক্ষায় ইউরিক ধরা পড়লে ডায়েট থেকে বাদ পড়ে মুসুর, টমেটো। বেশিরভাগ মানুষের ধারণা টমেটো, বিনস, বরবটি, রাজমা বা অন্যান্য ডাল খেলে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যায়। যার কারণে গোড়ালি ফুলে যাওয়া, পায়ের বুড়ো আঙুলে ব্যথার মতো উপসর্গ দেখা দেয়। কিন্তু এই ধরনের খাবার খেলেই কি সত্যি ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যায়?

খাবারের সঙ্গে ইউরিক অ্যাসিডের যোগ থাকলেও ডায়েট থেকে আনাজপাতি বাদ দিলেই সেটা বশে আসে না।

মূলত শরীরে পিউরিন ভেঙে তৈরি হয় ইউরিক অ্যাসিড। সমস্যা তখন দেখা দেয়, যখন ইউরিক অ্যাসিড প্রস্রাবের মাধ্যমে শরীর থেকে বাইরে বেরোতে পারে এবং গাঁটে জমা হতে থাকে। চিকিতসকদের মতে, পিউরিন যুক্ত খাবার সীমিত পরিমাণে খেলে এই ধরনের সমস্যা খুব একটা দেখা দেয় না। কিন্তু আমরা প্রতিদিন সেই পরিমাণ পিউরিন যুক্ত খাবার খাই না, যার জেরে ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা দেখা দেবে।

সপ্তাহে যদি দু'দিন মুসুর ডাল খান, তাহলেও সেটা কখনওই ৫০ গ্রামের বেশি হয় না। এতে মোটেই ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বাড়ে না। একইভাবে আমরা রোজ ১০-১২টা করে টমেটো বা দানা-যুক্ত সব আনাজ খাই না, যা ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রার উপর প্রভাব ফেলবে। সুতরাং, এই ধরনের খাবার চট করে ডায়েট থেকে বাদ দেওয়া জরুরি নয়। বরং, কোন কোন আনাজ বা সবজি খেলে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে থাকবে, সেটা জেনে নেওয়া যাক।

বিনস বা বরবটি- দানাযুক্ত সবজি হওয়ায় ইউরিক অ্যাসিডের ভয়ে অনেকেই এই খাবার এড়িয়ে যান। কিন্তু বিনস প্রোটিনের একটি সমৃদ্ধ উতস। এটি মোটেও শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বৃদ্ধি করে না। বরং এটি গাউটের সমস্যাকে প্রতিরোধ করে। সুতরাং, আপনি তরকারিতে বরবটি দিতেই পারেন।

ঢেঁড়শ- ঢেঁড়শের মধ্যেও দানা থাকায় অনেকেই এই সবজি এড়িয়ে যান। কিন্তু ঢেঁড়শের মধ্যে বেশ ভাল পরিমাণে দ্রবণীয় ডায়েটরি ফাইবার রয়েছে, যা ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। যে সব সবজিতে ফাইবার রয়েছে, যা ইউরিক অ্যাসিড কমাতে সাহায্য করে।

টমেটো- ইউরিক অ্যাসিডের ভয়ে টমেটো খান না? ভুল করছেন। টমেটোর মধ্যে ভিটামিন সি ও প্রয়োজনীয় অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে, যা উচ্চ ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে।

শসা- শসার মধ্যেও বেশ ভাল পরিমাণে ফাইবার রয়েছে। তাছাড়া এতে জলের পরিমাণ বেশি। তাই এটি শরীর থেকে অতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বের করে দিতে সক্ষম।

শরীরকে ডিটক্স করতে বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন এই তিন পানীয়

মশলাদার জাঙ্ক ফুড খতে কার না ভাল লাগে! তবে এই সব খাবার যে শরীরের ক্ষতি করে তা আমার আপনার সবার জানা। তাও অনেক সময় এই সব লোভনীয় খাবার থেকে মুখ ফেরানো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। লোভ সামলাতে না পেরে অনেকসময়ই এই সব খাবার আমরা খেয়েই ফেলি। একান্তই যদি ফাস্ট ফুড খেয়েই ফেলেন একটা উপায়ে শরীরকে ডিটক্স করা সম্ভব। এমন কিছু পানীয় রয়েছে যা আপনি সহজে ঘরেই বানিয়ে নিতে পারবেন। এবং এগুলি শরীর থেকে টক্সিনকে বেড় করতে সাহায্য করে। রইল এরকমই কিছু জলের রেসিপি।

শশা ও লেবুর জল:

শশা ও লেবু শরীরকে ঠান্ডা রাখতে ভীষণ ভাবে সাহায্য করে। এ ছাড়াও শরীর থেকে টক্সিন বেড় করে দেয়। কীভাবে বানাবেন এই পানীয় জানেন? এটি বানানোর জন্য প্রথমেই এক লিটার জল নিয়ে নিন। তাতে গোল গোল করে কাটা শশা ও লেবু দিন। বাড়িতে পুদিনা পাতা থাকলে কয়েকটি পুদিনা পাতা দিয়ে দিন। এবার মিশ্রণটিকে ভাল করে মিশিয়ে সারারাতের জন্য ফ্রিজে রাখুন। সকালে ঘুম থেকে উঠে এটি পান করুন। সারাদিনেও এই পানীয় পান করতে পারেন। উপকার পাবেন।

আদা-লেবু জল:

শরীরকে ডিটক্স করতে আদা ও লেবু ভীষণ ভাবে উপকার করে। এতে জিঞ্জারল ও ভিটামিন সি রয়েছে। যা শরীর থেকে টক্সিনকে বাইরে বেড় করে দেয়। এ ছাড়া হজম শক্তি বাড়াতেও ওই পানীয় ভীষণ উপকারি। এটি বানাতে ৭৫০ মিলিলিটার জলে ১-২ চা-চামচ লেবুর রস দিন। এবং ৫-৬ টি লেবুর টুকরো ও ৬-৭ টি আদার টুকরো দিয়ে দিন। কয়েক চামচ আদার রসও যোগ করতে পারেন। এ বার মিশ্রণটি সারা রাত ফ্রিজে রেখে দিন। শরীরকে ডিটক্স করতে সকালে উঠে পান করুন এই পানীয়।

মশলাদার জল:

এক লিটার জলে এক চা-চামচ থেঁথো করা হলুদ, এক চা-চামচ আদা, দু' চা-চামচ লেবুর রস, অল্প একটু দারুচিনি ও গোল মোরিচ দিয়ে মিশ্রণটিকে ভাল করে ফুটিয়ে নিন। ফোটানো হয়ে গেলে মিশ্রণটিকে ঠান্ডা করার সময় দিন। এটি গরম-গরম কিংবা হালকা গরম অবস্থাতে খেতে পারেন। এই পানীয় শরীরকে ডিটক্স করার সঙ্গে সঙ্গে হজমে সহায়তা করে এবং রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যায় কাবু আনতে যা যা করবেন

এখন আমরা প্রায় সকলেই ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যাওয়া সমস্যার সঙ্গে পরিচিত কারণ এটি শরীরের মধ্যে বৃদ্ধি পেলে গিঁটে গিঁটে ব্যাথা বা গেটে বাতের মত একাধিক স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। ধীরে ধীরে হাঁটু-সহ বিভিন্ন অস্থিসন্ধিতে ইউরিক অ্যাসিড জমা হতে থাকে এবং তা ফুলে যায়। যার ফলে ব্যথা অনুভূত হয়। এবার জেনে নেওয়া যাক ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে কি কি করা উচিত

-১) তেল-মশলা কম দিয়ে রান্না করতে হবে। বড় মাছ, দুধ, চিনি এগুলি যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে। এছাড়া ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা দেখা দিলে সামুদ্রিক মাছও এড়িয়ে চলা উচিত। ২) বাটার, ফল, শাকসবজি বেশি পরিমাণে খেতে হবে। শষ্যদানা, রুটি, আলুও পরিমাণ মতো খেতে হবে। এছাড়া দুধ ও চিনি ছাড়া ব্ল্যাক কফি খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। ৩) অ্যাসপিরিন জাতীয় ঔষধ না খাওয়াই ভালো।

৪) শরীরচর্চা নিয়মিত করতে হবে। নিজের শরীরের ওজনকে কখনোই অত্যধিক বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। রক্তচাপ, কোলেস্টেরল, হৃদরোগের মত সমস্যা থাকলেও ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত।

৫) বাজারে কিনতে পাওয়া জুস, কোলড্রিংস, লস্যি ইত্যাদি থেকে দূরে থাকাই ভালো।

৬) রোজ চা খাওয়ার অভ্যাস থাকলে তা পরিবর্তন করে কফি খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। প্রতিদিন কফি খেলে শরীর অনেকটা ভালো থাকে। তবে অত্যাধিক পরিমাণে কফি খেলে কিডনির সমস্যা দেখা দিতে পারে।

৭) খাদ্য তালিকায় ভিটামিন সি রাখতে হবে। রোজ নিয়মিত ভিটামিন সি যুক্ত ফল খেতে হবে। ইউরিক অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণে রাখতে ভিটামিন সি দারুন ভাবে কাজ করে।

যেসব পদ্ধতিতে ওজন কমাবেন

ওজন কমানোর অন্যতম মাধ্যম হলো ব্যায়াম করা। ডায়েট আর ব্যায়াম একসাথে করলে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা অনেকটা সহজ হয়ে যায়। তবে অনেকক্ষেত্রে সময়ের অভাবে চাইলেও ব্যায়াম করা সম্ভব হয় না। এজন্য অতিরিক্ত শক্তি ব্যয় করা ছাড়াও আপনি ওজন কমাতে পারেন।

এমন ৫টি উপায়ের কথা চলুন জেনে নেওয়া যাক।

চিনি ছাড়া ব্ল্যাক কফি:

প্রতিদিন যদি চিনি ছাড়া ব্ল্যাক কফি খান তবে তা সপ্তাহে ৫০০ ক্যালোরি কমাতে সাহায্য করে। এছাড়া কফিতে যে ক্যালোরি থাকে তার শতকরা ৬০ ভাগ আসে চিনি থেকে। চিনি বাদ দিয়ে কফি খেলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে। এছাড়া যেকোন শারীরিক সমস্যা থেকে দূরে রাখে ডায়াবেটিস।

স্বাস্থ্যকর খাবার: ক্ষুধা পেলে আমরা বেশিরভাগ মানুষ অস্বাস্থ্যকর খাবার খেয়ে থাকি। আর এখান থেকেই বাড়তে থাকে ওজন। ক্ষুধা লাগলে মৌসুমি ফল বা গ্রিন টি খান। এতে আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকবে আবার পেটও ভরবে।

পর্যাপ্ত ঘুমান, ভালো থাকুন:

ওজনকমানোর জন্য পর্যাপ্ত ঘুম অনেক জরুরি। প্রতিদিন কমপক্ষে সাত থেকে আট ঘণ্টা ঘুমানোর চেষ্টা করুন। এতে করে হরমোন ব্যালেন্স ঠিক থাকবে। পর্যাপ্ত ঘুমের পাশাপাশি সঠিক সময়ে ঘুমও অনেক জরুরি। সঠিক সময়ে না ঘুমালে শরীর থেকে গ্রেহলিন নামক হরমোন নিঃসরণ কমে যায়। এতে করে ওজন বাড়তে থাকে।

পর্যাপ্ত জল:

যারা ওজন কমাতে চান তাদের জন্য প্রতিদিন ছয় থেকে আট গ্লাস জল পান করা উচিত। শরীর যেনো হাইড্রেট থাকে সে বিষয়ে খেয়াল রাখুন। পর্যাপ্ত পরিমাণ জল পান করলে শরীর থেকে টক্সিন বের করে দিতে সাহায্য করে। এতে করে শরীরের স্বাভাবিক কার্যক্রম ঠিকভাবে চলে।

ক্যান ফুড বাদ দেওয়া:

ক্যান জাতীয় খাবারগুলোতে অতিরিক্ত পরিমাণ চিনি থাকে। আপনি ওজন কমাতে চান তাহলে তালিকা থেকে এসব খাবার অবশ্যই দূরে রাখুন। ওজন বাড়ানোর পাশাপাশি ক্যান জাতীয় খাবার ক্ষুধা বাড়িয়ে দেয়।

তবে সময় ও সুযোগ পেলে ওজন কমানোর ক্ষেত্রে ব্যায়ামের কোন বিকল্প নেই।

মোদী খেলাকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করেছেন: রাকেশ সিনহা

বেগুসরাই, ২ মার্চ (হি.স.) : ক্রমবর্ধমান নগরায়ণে মানুষ ভুলে গেছে তাদের ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা। স্বাধীনতার পর নরেন্দ্র মোদী হলেন প্রথম প্রধানমন্ত্রী, যিনি স্থানীয় খেলাধুলার প্রচারে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সাংসদ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য সকল সাংসদকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী খেলাকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করেছেন। রাজ্যসভার সদস্য অধ্যাপক ড. বৃহস্পতিবার বেগুসরাইয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে রাকেশ সিনহা এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজনীতিতে খেলাধুলা থেকে বেরিয়ে এসে গঠনমূলক কাজ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে সংসদীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী গ্রামের প্রতিভা বাড়ানোর জন্য এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করার জন্য সমস্ত সাংসদদের অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু বিরোধীদের শর্ত হল যে নরেন্দ্র মোদী যদি করেন, তাহলে বিরোধীদের সংসদ বলবে যে এমন কিছু নেই। ভারতে এটি একটি দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি।

তিনি বলেন, কম প্রচারের পরও ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে বেগুসরাইয়ে শুরু হতে যাওয়া সাংসদ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তিন হাজারের বেশি খেলোয়াড়ের অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে এখানকার প্রতিটি গ্রামের মাটিতে প্রতিভা লুকিয়ে আছে। এই প্রতিভাকে স্বীকৃতি দেওয়া, উতাহিত করা, লালন করা এবং সুযোগ দেওয়া দরকার।

ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ দেখতে গুজরাটে আসবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

আহমেদাবাদ, ২ মার্চ (হি.স.) : আগামী ৯ মার্চ গুজরাটে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী আহমেদাবাদের মোতেরার নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে একটি ক্রিকেট ম্যাচ দেখবেন।

পাশাপাশি রাজ্য জুড়ে বিজেপি কর্মীরাও এই অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক উপস্থিত থাকবেন। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ১৮২টি বিধানসভা আসনের অধীনে প্রতিটি অঞ্চল থেকে ৫০০ জন কর্মীকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। আহমেদাবাদের এই স্টেডিয়ামটি ৬৩ একর জুড়ে বিস্তৃত। স্টেডিয়ামে এক লাখ ৩২ হাজার মানুষের বসার ব্যবস্থা রয়েছে। বিশ্বের আর কোনও ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এত দর্শক ধারণক্ষমতা নেই। আগে এই স্টেডিয়ামের বসার ক্ষমতা ছিল মাত্র ৫৩ হাজার দর্শকের।

স্টেডিয়ামের মাঝখানে একটিও পিলার নেই, মানে দর্শকদের ম্যাচ দেখতে কোনও অসুবিধা হবে না। যেকোনো স্ট্যান্ডে বসে সমানভাবে ম্যাচ উপভোগ করতে পারবেন সমর্থকরা।

নাগাল্যান্ডে ১৫,৮২৪ ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও

কোহিমা, ২ মার্চ (হি.স.) : নাগাল্যান্ডে বিশাল ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছেন বিজেপির জোটশরিক 'ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক প্রগ্রেসিভ পার্টি' (এনডিপিপি)-প্রধান তথা মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও। ১৫,৮২৪টি ভোটের পাশাপাশি ৯২.৮৭ শতাংশ-এর বিশাল ব্যবধানে উত্তর আঙ্গামি-২ বিধানসভা কেন্দ্রে জিতেছেন তিনি।

এই খবর লেখা পর্যন্ত ভোট গণনা চলছে। নাগাল্যান্ড বিধানসভা নির্বাচনে বহু হেভিওয়েট নেতা বিজয়ী হয়েছেন। তবে প্রধান আঞ্চলিক দল নাগা পিপলস ফ্রন্ট (এনপিএফ) এবং কংগ্রেস বিধ্বস্ত হয়ে গেছে বিজেপি-এনডিপিপি ঝড়ে। রিওর দুর্দান্ত বিজয় ক্ষমতাসীন জোটের কাছে একটি বড় আশাব্যঞ্জক হিসেবে ধরা হচ্ছে। ভোটের ফলাফলে রাজ্য বিধানসভায় অনায়াসে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে বিজেপি-এনডিপিপি জোট।

সরকারিভাবে ফলাফল ঘোষণার পর মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও বলেন, তার দলের কাছে এই বিজয় নিশ্চিত ছিল। রাজ্যবাসী স্বস্তি পেতে তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকারকে পুনরায় স্বাগত জানিয়েছেন। এর কারণও ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে নাগাল্যান্ড বিদ্রোহী কার্যকলাপ এবং অর্থনৈতিক সমস্যা সহ বহু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। কেন্দ্রে মোদী নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের বদৌলতে বহ সমস্যা সমাধান হয়েছে এবং হচ্ছেও। এবারের বিপুল জয় রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা ও ধারাবাহিকতা আনবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন নেইফিউ।

পোড় খাওয়া বরিষ্ঠ রাজনীতিবিদ নেইফিউ রিও ১৯৮৯ সাল থেকে উত্তরাঞ্চল আঙ্গামী-২ আসনে অপ্রতিরোধ্য হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছেন। ২০১৪ সাল পর্যন্ত তিন মেয়াদে নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। তবে ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সাংসদ নির্বাচিত হয়ে জাতীয় রাজনীতিতে চলে গিয়েছিলেন রিও। পরে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ইচ্ছায় এবং বিজেপির সঙ্গে জোট গঠন করে ২০১৮ সালে রাজ্য রাজনীতিতে চলে আসেন এবং এই আসন থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিধায়ক নির্বাচিত হয়ে ফের মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসেন নেইফিউ।

উল্লেখ্য, ৬০ সদস্যের নাগাল্যান্ড বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ২০টি আসনে এবং জোটশরিক এনডিপিপি ৪০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। এবার নাগাল্যান্ড বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় এবং আঞ্চলিক মোট ১২টি রাজনৈতিক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছে।

অনুব্রতকে দিল্লিতে নেবে ইডি, আসানসোল জেলের আবেদনেও সায় সিবিআই আদালতেরও

আসানসোল, ২ মার্চ (হি. স.) : তৃণমূলের বীরভূম জেলার সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে আপাতত দিল্লি নিয়ে যেতে আর কোনও বাধা রইল না এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র। বৃহস্পতিবার তাতে সবুজ সঙ্কেত দিল আসানসোলের বিশেষ সিবিআই আদালতও। সূত্রের খবর, শুক্রবার তাঁকে দিল্লি নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।ইডির কাছ থেকে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতের নির্দেশ পাওয়ার পর বিশেষ সিবিআই আদালতে সেই আবেদন করেছিল আসানসোল জেলা সংশোধনাগার। তাতে সায় দিয়েছেন বিচারক।অনুব্রতকে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। কোন পথে তাঁকে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হবে, সেই পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা চলছে।বৃহস্পতিবার আসানসোলের বিশেষ সিবিআই আদালতে পেশ করা হয় অনুব্রত মণ্ডলকে। তাঁকে দিল্লি নিয়ে গিয়ে জেরার অনুমতি চায় সিবিআই। প্রোডাকশন ওয়ারেন্ট দাখিল করা হয় বিচারকের সামনে। তা খতিয়ে দেখে বিচারক জানান, এই আবেদন নিয়ে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। কোনও জেলে বন্দি থাকা অবস্থায় কাউকে ভারতের যে কোনও জায়গায় নিয়ে যাওয়া আইনসিদ্ধ। এমনকী এর আগেও অনুব্রত মণ্ডলকে আসানসোল জেল থেকে দুবরাজপুর পুলিশ লকআপে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাই তাঁকে দিল্লি নিয়ে গিয়ে জেরা করা যেতেই পারে।

হোলি উপলক্ষে বিশেষ ট্রেন পূর্ব রেলের

কলকাতা, ২ মার্চ (হি. স.) : হোলি উপলক্ষে বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেল। হোলির সময় অতিরিক্ত ভিড় এড়াতে কলকাতা এবং পুরীর মধ্যে একটি বিশেষ ট্রেন চালু করা হবে।বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ৫ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতি রবিবার একটি করে ট্রেন কলকাতা থেকে পুরী যাবে। পুরী বিশেষ ট্রেন কলকাতা থেকে ছাড়বে রাত ১১টা ৪০ মিনিটে। পুরী গিয়ে পৌঁছবে পরের দিন সকাল ৯টা ৩৫ মিনিটে। একইভাবে ৬ থেকে ২৭ মার্চ পর্যন্ত প্রতি সোমবার একটি করে পুরী বিশেষ ট্রেন পুরী থেকে কলকাতায় আসবে। ট্রেনটি প্রতি সোমবারই বিকেল ৩টে ৫০ মিনিটে পুরী থেকে ছাড়বে। কলকাতা এসে পৌঁছবে রাত ২টোয়। ট্রেনগুলি আপ এবং ডাউনে ভট্টনগর, আন্দুল, খড়গপুর, বালাসোর, ভদ্রক, জয়পুর, কটক, ভুবনেশ্বর, খুরদা রোড স্টেশনে থামবে। পূর্ব রেল জানিয়েছে, কলকাতা-পুরী হোলি বিশেষ ট্রেনটির টিকিট ২ মার্চ থেকে পাওয়া যাবে। কাউন্টারের পাশাপাশি অনলাইনেও টিকিট কাটার ব্যবস্থা রয়েছে বলে রেল জানিয়েছে।

ট্রেন বাতিলে ভোগান্তি যাত্রীদের একাংশের

কলকাতা, ২ মার্চ (হি. স.) : ফের বাতিল একাধিক ট্রেন। রেলের পরিকাঠামো সংক্রান্ত কিছু কাজের জন্য বাতিল করা হয়েছে একগুচ্ছ ট্রেন। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের মূলত আদ্রা ডিভিশনে নন-ইন্টারলকিং-এর কাজ হচ্ছে। সেই কারণেই ২ থেকে ৪ মার্চ পর্যন্ত ট্রেন চলাতল ব্যহত হবে বলে জানানো হয়েছে।

এই শাখায় যে ট্রেনগুলি বাতিল হচ্ছে, সেগুলি হল-

১৩১৫২/১৩৫১১ আসানসোল-টাটানগর-আসানসোল এক্সপ্রেস ট্রেন। এই ট্রেনটি এক সপ্তাহে তিন বার চলে। ৩ মার্চ, শুক্রবার এই ট্রেন যাত্রা করার কথা।

০৮১৭৩/০৮১৭৪ আসানসোল-টাটানগর-আসানসোল মেমু স্পেশাল ট্রেনটি পুরুলিয়া স্টেশন অবধি যাতায়াত করবে। ২, ৩, ৪ মার্চ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও শনিবার ট্রেনটি যাত্রা করার কথা ছিল।

রামপুরহাট ও মুরারই স্টেশনের মধ্যে এবং রামপুরহাট ও মুরারই স্টেশনের তৃতীয় লাইনের কাজ হচ্ছে। সে কারণে ওই দুই লাইনেও ব্যহত হচ্ছে রেল পরিষেবা।

যে সব ট্রেন ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেগুলি হল-

১৩০৫৩/১৩০৫৪ হাওড়া-রাধিকাপুর-হাওড়া কুলিক

এক্সপ্রেস, ১৩১৪৯/১৩১৫০

শিয়ালদহ-আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস, ১৩১৪৭/১৩১৪৮ শিয়ালদহ-বামনহাট-শিয়ালদহ, উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস।

এই ট্রেনগুলি ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ-নিউ

ফরাক্কা লাইন দিয়ে ঘোরানো হবে। ব্যান্ডেল, কাটোয়া ও আজিমগঞ্জ স্টেশনে থামবে ট্রেন। ১৩৪১৭ দিঘা-মালদহ টাউন এক্সপ্রেস ৩০ মিনিট দেরিতে চলবে বলেও জানানো হয়েছে।

রেললাইনে মা ও শিশুর ছিন্নভিন্ন দেহ উদ্ধার

কলকাতা, ২ মার্চ (হি. স.) : হাসনাবাদ-টাকির মাঝে রেল লাইন থেকে বুধবার রাতে মা ও শিশু দুজনের ছিন্নভিন্ন দেহ উদ্ধার হয়। রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মহিলার নাম সালমা খাতুন গাজি (৩২)। শিশু কন্যাটির নাম সুমাইয়া (৭)। হাসনাবাদ থানা এলাকার বাসিন্দা। আত্মহত্যা না কি দুর্ঘটনা, খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, শিয়ালদহ-হাসনাবাদ শাখার টাকি রোড স্টেশনে ট্রেন এসে ধাক্কা মারে নাবালিকা ও তাঁর মা-কে। ঘটনাস্থলেই মৃ্যু হল দু'জনের। স্থানীয় সূত্রে খবর, হাসনাবাদ-শিয়ালদহ ডাউন লোকাল বুধবার রাত্রিবেলা টাকি রোড স্টেশনে ঢুকছিল। সেই সময় বছর বত্রিশের ওই গৃহবধূ ও তাঁর ৭ বছরের শিশুকে ট্রেনটি এসে সজোরে ট্রেন ধাক্কা মারে তাঁদের। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় দু'জনের। সূত্রের খবর, লাইন থেকে সরার সুযোগ পেলেও সরেননি ওই মহিলা। তাই এটা আত্মহত্যার কিনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বারাসতের জিআরপি গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বারাসত রেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

ফের দূষিত শহরের তালিকায় শীর্ষে ঢাকা

ঢাকা, ২ মার্চ (হি.স.) : দূষিত শহরের তালিকায় আবারও শীর্ষে বাংলাদেশের রাজধানী শহর ঢাকা। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা ৫৮ মিনিটে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) স্কোর ১৭৮ নিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের চেয়ে রাজধানী ঢাকার বাতাসের মান অস্বাস্থ্যকর রয়েছে।

এদিকে আবার রাজধানী ছাড়াও কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে বাতাসের মান রয়েছে ২৫৭ যা খুবই অস্বাস্থ্যকর। এর আগে ঢাকায় সকাল ৮টা ৫০ মিনিটে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) স্কোর ২৯৭ নিয়ে রাজধানীর বাতাসের মান ছিল "খুব অস্বাস্থ্যকর"।

১০১ থেকে ২০০ এর মধ্যে একিউআই স্কোরকে সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য "অস্বাস্থ্যকর" বলে মনে করা হয়। ২০১ থেকে ৩০০ এর মধ্যে থাকা একিউআই স্কোরকে "খুব অস্বাস্থ্যকর" বলা হয়। আর ৩০১ থেকে ৪০০ এর এর মধ্যে থাকা একিউআইকে "ঝুঁকিপূর্ণ" বলে বিবেচিত হয়, যা বাসিন্দাদের জন্য গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করে। ইরাকের বাগদাদ ও মিয়ানমারের ইয়াঙ্গুন যথাক্রমে ২৩৮ ও ১৯৩ এর স্কোর নিয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

বাংলাদেশে একিউআই নির্ধারণ করা হয় দূষণের ৫টি বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে, সেগুলো হলোবস্তুকণা (পিএম১০ ও পিএম২.৫), এনও২, সিও, এসও২ এবং ওজোন (ও৩)। দীর্ঘদিন ধরে বায়ুদূষণের কবলে রয়েছে ঢাকা। এর বাতাসের গুণগতমান সাধারণত শীতকালে অস্বাস্থ্যকর হয়ে যায় এবং বর্ষাকালে কিছুটা উন্নত হয়। ২০১৯ সালের মার্চে পরিবেশ অধিদফতর ও বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঢাকার বায়ুদূষণের ৩টি প্রধান উৎস হলইটভাটা, যানবাহনের ধোঁয়া ও নির্মাণ সাইটের ধুলা এবং নিয়ম না মেনে প্রতিনিয়ত রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি করা। প্রসঙ্গত, গত কয়েক মাস ধরেই ঢাকা বাতাসে দূষিত শহরের তালিকায় রয়েছে।

নানুরে বিপুল পরিমাণে তাজা বোমা উদ্ধার

বীরভূম, ২ মার্চ (হি. স.) : বৃহস্পতিবার ফের বিপুল পরিমাণে উদ্ধার হল তাজা বোমা। নানুর থানার পুলিশ বোমাগুলিকে উদ্ধার করে।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নানুর থানার পুলিশ তল্লাশিতে নামে। নানুরের রামকৃষ্ণপুর গ্রামের ইটভাটার কাছে একটি তাল গাছের গোড়ায় তিনটে ড্রামে মজুত করা তাজা বোম দেখতে পাওয়া যায়। বোমগুলিকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য সিআইডির বোম স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয় পুলিশের তরফে। তবে কে বা করা,কোন উদ্দেশ্যে এই বোমা মজুত করেছিল তা স্পষ্ট নয়। প্রসঙ্গত, বুধবার ভোরে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দুই সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বীরভূমের নানুরের কাখুরিয়া মোড় থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম জাপান মল্লিক ও রাজু শেখ। জাপানের বাড়ি নানুরের নাবাস্তায়, রাজু শেখের বাড়ি নানুরের বেরুগ্রামে। তাঁদের আটক করে শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। তাঁদের কাছ থেকেই বেশ কিছু আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়। মোট ১০ দশটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে বলে জানতে পারা যাচ্ছে। এছাড়াও ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় একুশ রাউন্ড কার্তুজ। এরপরই তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের বৃহস্পতিবার বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে কি কারণে মজুত করা হয়েছিল এই আগ্নেয়াস্ত্র, কোথা থেকেই বা আনা হয়েছিল তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

ত্রিপুরায় বিজেপির প্রতি জনগণের ক্রমবর্ধমান আস্থা, প্রতিক্রিয়া সুকান্তব

কলকাতা, ২ মার্চ (হি. স.) : "এই জয় বিজেপির প্রতি জনগণের ক্রমবর্ধমান আস্থা দেখায়"। বৃহস্পতিবার দুপুরে টুইটারে এই মন্তব্য করলেন পশ্চিমবঙ্গে দলের রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

সুকান্তবাবু লিখেছেন, "ত্রিপুরা নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য ডঃ মানিক সাহায়এবং ত্রিপুরা রাজ্য বিজেপির কার্যকর্তাদের অভিনন্দন। ত্রিপুরা আবারও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে উন্নয়ন সূচিতে পরিচালিত সরকারকে নির্বাচিত করেছে। এই জয় বিজেপির প্রতি জনগণের ক্রমবর্ধমান আস্থা দেখায়।"

সাব্রুম কেন্দ্রে বিধানসভা নির্বাচনী জয়ী হওয়ায় পর সাংবাদিক মুখোমুখি সিপিএম'র রাজ্য সম্পাদক তথা প্রার্থী জীতেন্দ্র চৌধুরী ।

উন্নয়ন ও আর্থিক স্থিতিশীলতা-সহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ থেকে পরিত্রাণ পেতে জি-২০-র দিকে তাকিয়ে রয়েছে বিশ্ব : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ (হি.স.): উন্নয়ন, আর্থিক স্থিতিশীলতা ও সন্ত্রাসবাদ-সহ বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ থেকে পরিত্রাণ পেতে জি-২০-র দিকে তাকিয়ে রয়েছে বিশ্ব। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার সকালে জি-২০ বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, আপনারা গান্ধীজি এবং বুদ্ধের দেশে মিলিত হয়েছেন, আমি প্রার্থনা করি আপনারা ভারতের সভ্যতাগত নীতি থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে আসুন, যা আমাদের বিভক্ত নয় একত্রিত করে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, প্রবৃদ্ধি, উন্নয়ন, অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা, দুর্যোগ স্থিতিস্থাপকতা, আর্থিক স্থিতিশীলতা, আন্তর্জাতিক অপরাধ, দুর্নীতি, সন্ত্রাসবাদ এবং খাদ্য ও জ্বালানি সঙ্কটের চ্যালেঞ্জ থেকে পরিত্রাণ পেতে জি-২০-র দিকে তাকিয়ে রয়েছে বিশ্ব।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, ব্যর্থ অপশাসনের করুণ পরিণতি প্রধানত উন্নয়নশীল দেশগুলিই ভোগ করছে।

অনেক উন্নয়নশীল দেশ খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে, ধনী দেশগুলির দ্বারা সৃষ্ট বৈশ্বিক উষ্ণতা সংক্রান্ত বিষয়ে লড়াই করছে। এই উত্তেজনা কীভাবে সমাধান করা উচিত সে সম্পর্কে আমাদের সকলের দৃষ্টিভঙ্গি থাকা উচিত। যারা এই কক্ষে নেই তাঁদের কথাও আমাদের ভাবা উচিত। মোদী বলেছেন, বিগত কয়েক বছরের আর্থিক সঙ্কট, জলবায়ু পরিবর্তন, মহামারী, সন্ত্রাসবাদ এবং যুদ্ধের অভিজ্ঞতা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয় যে বৈশ্বিক শাসন ব্যবস্থা নিজস্ব আদেশে ব্যর্থ হয়েছে। বক্তব্যের একেবারে শুরুতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নিজস্ব জি-২০ প্রেসিডেন্সির জন্য "এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যত" থিম বেছে নিয়েছে ভারত।

আমি আশা করি আজকের বৈঠকটি সাধারণ এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য একত্রিত হওয়ার চেতনাকে প্রতিফলিত করবে।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও অন্য কমিশনার পদে নিয়োগে কমিটি গঠন সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ (হি.স.) : পছন্দের ব্যক্তিকে নির্বাচন কমিশনারের পদে বসিয়ে রাজনৈতিক সুবিধা শেষ করল দেশের শীর্ষ আদালত। আজ বৃহস্পতিবার এক ঐতিহাসিক রায়ে শীর্ষ আদালতের পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, 'তিন সদস্যের এক উচ্চ পর্যায়ের কমিটি প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ বাকি নির্বাচন কমিশনারদের বেছে নেবে। ওই কমিটিতে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী, লোকসভায় বিরোধী দলের নেতা ও দেশের প্রধান বিচারপতি।' শীর্ষ আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন কংগ্রেস সহ বিভিন্ন বিরোধী দলের নেতারা এবং সমাজকর্মীরা। পছন্দের লোক বসিয়ে নির্বাচনে রাজনৈতিক সুবিধার অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই উঠেছিল কেন্দ্রের শাসক দলের বিরুদ্ধে। বিশেষ করে বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পরে গত সাড়ে আট বছরের বেশি সময় ধরে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে আদর্স আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ উঠলেও কমিশন কার্য্যত নীরব থেকেছে। এমনকী বিজেপিকে রাজনৈতিক সুবিধা দিতে পাইয়ে দিতে ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা নিয়ে সব নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন করার অভিযোগ উঠেছে। গত কয়েক বছরে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। গত এক দশকে নির্বাচন কমিশন নিজের নিরপেক্ষতা খুঁইয়ে কার্য্যত বিজেপির শাখা সংগঠনে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ।

ভারত ও ইতালি একসঙ্গে অনেক কিছু করতে পারে : জর্জিয়া মেলোনি

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ (হি.স.): ভারত ও ইতালি একসঙ্গে অনেক কিছু করতে পারে, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানালেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি। বৃহস্পতিবার দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর জর্জিয়া মেলোনি বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদী জানেন, তিনি আমাদের উপর ভরসা করতে পারেন, আমাদের সম্পর্ককে আরও উন্নত করতে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের জন্য আমাদের সহযোগিতার উপর। আমি বিশ্বাস করি আমরা একসঙ্গে অনেক কিছু করতে পারি।'

ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি বলেছেন, আমরা এই সম্পর্ককে আরও জোরদার করতে চেয়েছিলাম এবং এই কারণেই আমরা আমাদের অংশীদারিত্বকে একটি কৌশলগত অংশীদারিত্বে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যেহেতু আমাদের খুব দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভূয়সী প্রশংসা করে জর্জিয়া বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী সমগ্র বিশ্বের সমস্ত নেতাদের সবচেয়ে প্রিয় একজন। এটা সত্যিই প্রমাণিত যে তিনি একজন প্রধান নেতা এবং এ জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

সিপিএম নয়, তিপরা মথা পাবে বিরোধী দলের মর্যাদা, সম্ভাব্য ফলাফলে দাবি বিজেপি নেতা রতনলালের

আগরতলা, ২ মার্চ (হি.স.) : বিধানসভা নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল দেখে নিশ্চিত, ত্রিপুরায় সিপিএম দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হতে পারবে না। বিজেপি সরকার গঠন করার পর বিধানসভায় বিরোধী দলের মর্যাদা পাবে তিপরা মথা। মোহনপুর কেন্দ্রে জয়ী হওয়ার পর দৃঢ়তার সাথে এ কথা বলেন টানা সপ্তমবারের বিধায়ক রতনলাল নাথ। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় মানুষ বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের জোটকে প্রত্যাখান করেছেন। রতনলাল বলেন, বিধায়কের দায়িত্ব পালন করা খুবই কঠিন। কারণ, মানুষের পাশে থেকে তাঁদের সহায়তায় এগিয়ে গেলেই ভোটে জয় সম্ভব হয়।

আবগারী নীতি নিয়ে কেজরিওয়ালকে কটাক্ষ করল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ (হি.স.) : দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে কটাক্ষ করে কংগ্রেস বলেছে যে দিল্লির মানুষ যখন করোনার সঙ্গে লড়াই করছিল তখন কেজরিওয়াল আবগারী নীতি তৈরিতে মগ্ন ছিলেন। যেখানে সে সময় মানুষের প্রয়োজন ছিল হাসপাতাল, অক্সিজেন ও ওষুধ।

কংগ্রেসের জাতীয় মুখপাত্র সুপ্রিয়া শ্রীনাতে বৃহস্পতিবার একটি ভিডিও বার্তায় বলেন, কংগ্রেস সর্বদা দিল্লি সরকারের মদ নীতির বিরোধিতা করেছে, কিন্তু কেজরিওয়াল শোনেননি। করোনার সময় দিল্লি যখন শ্বাসরুদ্ধকর ছিল তখন কেন আবগারী নীতি তৈরি করছিলেন কেজরিওয়াল? তাদের বলা উচিত? কেন দিল্লির মানুষের অগ্রাধিকার ছিল না? এটা আগে তাদের কাছে পরিষ্কার করা উচিত। সুপ্রিয়া বলেন, কেজরিওয়াল সরকার যখন প্রতিটি মোড়ে মদের দোকান খুলতে বদ্ধপরিকর, তখন কংগ্রেস রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মোর্চা খুলে তদন্তের দাবি জানায়। এমনকি বিজেপিও তখন নীরব ছিল, যখন দিল্লিতে বিজেপির সাতজন সাংসদ ও আটজন বিধায়ক রয়েছেন।

উল্লেখ্য, কেজরিওয়াল সরকারের দুই মন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া এবং সত্যেন্দ্র জৈন মঙ্গলবার তাদের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়ার বিরুদ্ধে আবগারী নীতির অভিযোগ উঠেছে।

সংলাপ ও কূটনীতির মাধ্যমেই ইউক্রেন সঙ্ঘাত সমাধান করা যেতে পারে : প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ (হি.স.): সংলাপ ও কূটনীতির মাধ্যমেই ইউক্রেন সঙ্ঘাত সমাধান করা যেতে পারে। ফের বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ভারত আগেও স্পষ্টভাবে এই কথা বলেছে, শুধুমাত্র সংলাপ ও কূটনীতির মাধ্যমেই ইউক্রেন সঙ্ঘাত সমাধান করা যেতে পারে।

বৃহস্পতিবার দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির সঙ্গে যৌথ প্রেস বিবৃতি দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আমরা ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে ইতালির সক্রিয় অংশগ্রহণকে স্বাগত জানাই। এটা আনন্দের বিষয় যে ইতালি ইন্দো-প্যাসিফিক মহাসাগর উদ্যোগে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সন্ত্রাসবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারত ও ইতালি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটছে : প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ (হি.স.): সন্ত্রাসবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারত ও ইতালি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটছে। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বৃহস্পতিবার দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির সঙ্গে যৌথ প্রেস বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'সন্ত্রাসবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারত ও ইতালি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটছে। এই সহযোগিতা আরও জোরদার করার জন্য আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'এই বছর ভারত ও ইতালি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ৭৫ তম বার্ষিকী উদযাপন করছে। নবায়নযোগ্য শক্তি, হাইড্রোজেন, আইটি, টেলিকম, সেমিকন্ডাক্টর এবং মহাকাশের ক্ষেত্রে ইতালির সঙ্গে নিজস্ব সম্পর্ক আরও জোরদার করবে ভারত।' প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, ভারতে প্রতিরক্ষা উৎপাদন ক্ষেত্রে, সহ-উৎপাদন এবং সহ-উন্নয়নের সুযোগ তৈরি হচ্ছে যা উভয় দেশের জন্য উপকারী হতে পারে।

কৈলাসহর কেন্দ্রে বিধানসভা নির্বাচনী জয়ী হওয়ায় পর সাংবাদিক মুখোমুখি কংগ্রেস প্রার্থী জীতেন্দ্র চৌধুরী ।

উদয়পুর মহকুমায় গেরুয়া ঝড়ে মুছে গেল বাম-কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২ মার্চ।। রাজ্যের ত্রয়োদশ নির্বাচনে সমগ্র ত্রিপুরার পাশাপাশি গোমতি জেলার উদয়পুর মহকুমায় গেরুয়া ঝড়ে হোয়াইট ওয়াশ হয়ে মুছে গেলো বামগ্রেস। যদিও ২০১৮ নির্বাচনেই চারটির মধ্যে তিনটি আসন জয় লাভ করে উদয়পুর মহকুমায় আগেই আভাস দিয়েছিলো ভারতীয় জনতা পার্টি। এবার চারটি বিধান সভার চারটিতে জয়লাভ করে ৩১ রাধাকিশোরপুর বিধান সভা কেন্দ্রে থেকে পরপর তিন বার জয়লাভ করে জয়ের হের্টিক করেন। তিনি তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বামগ্রেসের আর এস পি প্রার্থীকে কোদাল ভেলচার চিহ্নের পরিবর্তে ব্যাট চিহ্নকে ৭৪১৪ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। ৩১রাধাকিশোরপুর বিধানসভা কেন্দ্রে মন্ত্রী প্রণজিৎ বাবু পোস্টাল ভোট পেয়েছেন ৭৫৩টি। এই কেন্দ্রে নোটা ভোট পুড়েছে ৫৬৮টি।অপর দিকে আর এস পি প্রার্থী শ্রীকান্ত দত্ত পোস্টাল ভোট পেয়েছেন ৬৪০টি। ৩০ বাগমা বিধান সভা কেন্দ্রে রাজ্যের অপর মন্ত্রী রামপদ জমাতিয়া তার তার নিকটতম ত্রিপ্রা মথা প্রার্থী তথা এ ডি সির চীফ পূর্ণ চন্দ্র জমাতিয়াকে ২০৮৩ ভোট ব্যবধানে পরাজিত করেন।।এই কেন্দ্রে ত্রিপ্রা মথার প্রার্থী পূর্ণ চন্দ্র জমাতিয়া ভোট পেয়েছেন ১৭৩৯৯টি ভোট।, বামগ্রেস সমর্থিত বামফ্রন্টের সিপিআইএম এম প্রার্থী তথা প্রাক্তন মন্ত্রী নরেশ জমাতিয়া

তৃতীয় স্থানে এসে ভোট পেয়েছেন ১২৬১৩ ভোট। বিরোধী ভোট ভাগ না হলে এই কেন্দ্রে বিরোধী ত্রিপ্রা মথার প্রার্থী পূর্ণ চন্দ্র জমাতিয়া জয়লাভ নিশ্চিত ছিলো। মন্ত্রী রামপদ পোস্টাল ভোট পেয়েছেন ৩২৪টি। অপরদিকে ত্রিপ্রা মথা পোস্টাল ভোট পেয়েছেন ৩২৪টি,নরেশ জমাতিয়া পেয়েছেন ২৯৮। এই কেন্দ্রে নোটা ভোট পুড়েছে ৭৯৩টি। ৩২ মাতাবাড়ি কেন্দ্রে জয়ী হয়েছেন বিজেপির গোমতী জেলা সভাপতি অভিষেক দেবরায়।জয়ের ব্যবধান ৯০৪১ ভোট।এই কেন্দ্রে মথা ও বামগ্রেসের প্রার্থী যথাক্রমে বীরলাল নোয়াতিয়া। ও ৭১০১ এবং ১৬৪৫৩ ভোট। এই কেন্দ্রে নোটা ভোট ৫৭৬পড়েছে। অভিষেক প্রথম বারেই ৯০৪১ ভোটে ব্যবধানে জয়লাভ করেন।

রতন নাথ

● **আটের পাতার পর**

তপন চক্রবর্তী সহ আরও কয়েকজন প্রবীণ সিপিএম নেতা আগেই তা বুঝে গেছিলেন। তাই, তাঁরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি।

তাঁর দাবি, এই জয়ের মূল কারিগর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সাথে রয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নড্ডা। তাঁদের দিশা নির্দেশনায় বিজেপি ত্রিপুরায় পুণরায় সরকার গঠন করতে চলেছে।

সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরা বিধানসভা সিপিএম দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হতে পারবে না। সম্ভাব্য দেখে তিনি নিশ্চিত, বিধানসভায় তিপরা মথা বিরোধী দলের মর্যাদা পাবে।

কংগ্রেসের

● **আটের পাতার পর**

নির্বাচনে তৃণমূলের একটা অংশের সমর্থন অর্জন করতে সমর্থ হয়েছি।" অধীরবাবুর মতে, "আমার মনে হয়, কৌশলগত কারণে অনেক বিজেপি সমর্থকও ভোট দিয়ে থাকতে পারেন। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের প্রার্থী বায়রন সাধারণ মানুষের প্রার্থী হয়ে গিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয়বাহিনীর নিরপেক্ষতা এবং মানুষকে ভোট দেওয়ার অধিকার সুনিশ্চিত করাটা এই নির্বাচনে জয়ের অন্যতম কারণ। আমার একটাই কথা, এই নির্বাচন প্রমাণ করল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

অপরাজেয় নয়। তাঁকে পরাজিত করা যেতে পারে। টিএমসিকে বধিবে যে, মুর্শিদাবাদে বাড়িছে সে। এই বাংলায় চোরতন্ত্র উচ্ছেদ করে, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করব। কংগ্রেস, বাম এবং অন্যান্য সমস্ত সঙ্গী দল মিলে।গণনা শুরু হতেই মুখের হাসি চওড়া হচ্ছিল কংগ্রেস ও বাম কর্মী-সমর্থকদের। সাত রাউন্ডের পর সেই হাসিই বদলে গেল উদযাপনের মেজাজে।

উড়তে শুরু করে রঙিন আবির। ফল ঘোষণার আগেই সাগরদিঘিতে পুরোদস্তুর জয়ের আনন্দে মাতোয়ারা বাম ও কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা। কারণ হিসেব বলছিল, সাত রাউন্ড গণনার পরে ৮ হাজার ভোটে এগিয়ে রয়েছেন বাম সমর্থিত কংগ্রস প্রার্থী বায়রন বিশ্বাস।এর মধ্যেই আবিরের ছড়াছড়ি শুরু হয়ে যায় সাগরদিঘিতে। ফাটতে শুরু করে বাজি। সময়ের কয়েক দিন আগেই হোলির মেজাজ এলাকায়। কংগ্রেস সূত্রে খবর, বন্যেশ্বর আর মোরগ্রাম, এই দুটি জায়গা থেকেই তাদের প্রার্থীর জন্য সবচেয়ে নড়বড়ে পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। গত বিধানসভা ভোটে দুটি এলাকা থেকেই দুরন্ত ভোট পেয়েছিল বিজেপি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : **জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কংগ্রেস যত কাদা ছুড়বে, ততই পদ্ম ফুটবে : রাজনাথ সিং

বেলাগাভি, ২ মার্চ (হি.স.): কংগ্রেস যত কাদা ছুড়বে, ততই পদ্ম ফুটবে। বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা রাজনাথ সিং। বৃহস্পতিবার কর্ণাটকের বেলাগাভিতে """বিজয় সংকল্প যাত্রা"""-র সূচনা করার পর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, কংগ্রেস এতটাই নিচু হয়ে গিয়েছে যে বলছে, মোদীজি, আপনার কবর খোঁড়া হবে; আসলে তাঁরা নিজেদের কবর খনন করছে। কংগ্রেস যত কাদা ছুড়বে, ততই পদ্ম ফুটবে। রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, বি এস ইয়েদুরাপ্পা স্বাস্থ্যগত কারণে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন এবং বাসভরাজ বোমাই বিগত দেড় বছর ধরে কর্ণাটকে সরকার চালাচ্ছেন। বি এস ইয়েদুরাপ্পা কয়েক দশক ধরে """ভূমিপুত্র""" হিসেবে দল ও রাজ্যের সেবা করেছেন।'

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর মত বি এস ইয়েদুরাপ্পাও চান কর্ণাটকে আবারও পাঁচ বছরের জন্য বিজেপি সরকার গঠন হোক, যাতে কর্ণাটককে আগামী পাঁচ বছরে দক্ষিণ ভারতের এক নম্বর রাজ্যে পরিণত করা যায়।

মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর ঐশ্বরিক আশীর্বাদ, টুইটারে শুভেন্দু

কলকাতা, ২ মার্চ (হি. স.) : ত্রিপুরার জয়ে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর ঐশ্বরিক আশীর্বাদের কথা লিখলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বৃহস্পতিবার দুপুরে টুইটারে তিনি ত্রিপুরার সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং এবার ভোটে জয়ী মানিক সাহার ছবি যুক্ত করে মন্তব্য করেছেন, "মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর ঐশ্বরিক আশীর্বাদে ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা টাউন বোর্দোয়ালি থেকে পুনঃনির্বাচিত হয়ে ত্রিপুরায় ক্ষমতায় ফিরে এসেছেন। এর জন্য অনেক অনেক অভিনন্দন।" এই বার্তা শুভেন্দুবাবু যুক্ত করেছেন ত্রিপুরায রাজ্য বিজেপি-র টুইটারেও।

অপর একটি টুইটারে শুভেন্দুবাবু লিখেছেন, "ব্যাপকভাবে পুনঃনির্বাচিত হওয়ার জন্য নাগাল্যান্ডের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা ইয়ানথুঙ্গ প্যাটন এবং নাগাল্যান্ডের রাজ্য বিজেপি সভাপতি আলংলমনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। অন্যান্য সহকর্মীদের সাথে আপনাদের বিজয় নাগাল্যান্ডের অব্যাহত উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।

"তৃণমূল আরও বাড়বে", মন্তব্য পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২ মার্চ (হি. স.) : ফের দলের পাশে থাকার বার্তা দিলেন তৃণমূলের 'অপসারিত' মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার আদালত যাওয়ার পথে গাড়িতে ওঠানোর সময় তৃণমূলের একদা 'দু নম্বর নেতা' বলে দিলেন, "তৃণমূল দল থাকার, থাকবে। আরও বাড়বে।"

দীর্ঘ কারাবাসের গ্লানি সত্ত্বেও তিনি দলের পাশেই আছেন। প্রায় প্রতি সুযোগেই প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে তা জানিয়ে দিতে দ্বিধা করেননি। বৃহস্পতিবার, আদালতের গরাদ থেকে বার করে পার্থকে আদালতে আনার জন্য একটি গাড়িতে তোলার তোড়জোড় চলছিল। আশপাশে উপস্থিত পুলিশকর্মীরা। পার্থকে ঘিরে ধরে সংবাদমাধ্যম। এই পরিস্থিতিতে পার্থ গাড়ির দরজা ধরে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে বসতে গিয়েই থেমে যান। একটি প্রশ্নের জবাবে মৃদু স্বরে বলে ওঠেন "তৃণমূল দল থাকার, থাকবে। আরও বাড়বে।"তাঁর ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের দু'টি বাড়ি থেকে থরে থরে নোটের বান্ডিল উদ্ধার হওয়ার পর থেকেই দল পার্থকে নিয়ে কার্যত নীরব। মন্ত্রিপদ আগেই গিয়েছে। হারিয়েছেন দলের মহাসচিব পদও। এহ বাহ্য, মহাসচিব পদটিই আপাতত তুলে দিয়েছে তৃণমূল। কিন্তু পার্থের দলের প্রতি আনুগত্যে কোনও ফারাক হয়নি। তৃণমূল সচেতন ভাবে দূরত্ব তৈরির চেষ্টা করলেও পার্থ যে তৃণমূলের কাছাকাছিই থাকতে চাইছেন, তা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়েছে। বৃহস্পতিবার তা আরও এক বার প্রকাশ্যে এল।গত বছরের শেষ দিকে বিরোধী দলনেতা তথা নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী 'ভবিষ্যদ্বাণী' করেছিলেন। দিয়েছিলেন 'ডিসেম্বর ডেডলাইন'। সর্বত্র যখন কী হয়, কী হয় ভাব, সেই আবহেও শুভেন্দুর ডেডলাইন উড়িয়ে পার্থই বলেছিলেন, "তৃণমূলের কেউ কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। কেউ পারবে না।"

মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষায় দেওয়া হল না গ্রাফ পেপার, বিপাকে পড়ুয়ারা

ফাঁসিদেওয়া, ২ মার্চ (হি. স.) : মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষায় দেওয়া হল না গ্রাফ পেপার। যার ফলে বিপাকে পড়ুয়ারা। প্রত্যেকবার মাধ্যমিকের অংক পরীক্ষায় গ্রাফ পেপার পরীক্ষার্থীদের সরবরাহ করা হয়। কিন্তু ২০২৩ সালে একেবারেই অন্যরকম ঘটনা ঘটল। গোটা রাজ্যেই সম্ভবত এমনটা হয়েছে। পরীক্ষা চলাকালীনই হঠাৎ একটি নোটিশ জারি করে পর্ষদ। সেখানে বলা হয়েছে, সাদা কাগজেই পরীক্ষার্থীরা গ্রাফ করতে পারবেন। গ্রাফ করার একটি বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। পরীক্ষার্থীরা কখনও সাদা কাগজে গ্রাফ করেছে এরকম ঘটনা ঘটেনি। মাধ্যমিকের মতো বড় পরীক্ষায় তাদেরকে পর্ষদের তরফে সাদা কাগজে গ্রাফ করতে বলা হচ্ছে। এটাকি নিছকই ভুল নাকি এবার গ্রাফ পেপার সরবরাহের কোনও নির্দেশই ছিল না তা নিয়ে জল্পনা চলছে। অন্যদিকে, প্রশ্ন উঠছে যদি সাদা কাগজে গ্রাফ করতে না পারে পড়ুয়ারা সেক্ষেত্রে ভুলটা আসলে কার? পরীক্ষা চলাকালীন মাধ্যমিকের ঘোষপুকুর সেন্টার সেক্রেটারি শামসুল আলম জানান, তাঁদের স্কুলে গ্রাফের আলাদা কোনও কাগজ আসেনি। পর্ষদের নির্দেশ অনুযায়ী পরীক্ষার্থীদের সাদা কাগজে গ্রাফ করতে বলা হয়েছে। দিনহাটা সোনি দেবী হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক অমর চক্রবর্তীর কথায়, 'আগে পর্ষদ থেকেই গ্রাফ পেপার সরবরাহ করা হত। উত্তরপত্রের সঙ্গে তা সেলাই করে দিত পরীক্ষার্থীরা। যদি এখন নিয়ম বদল হয়ে থাকে, তাহলে আলাদা কথা। তবে, সাদা কাগজে অংকের গ্রাফ কীভাবে পড়ুয়ারা করবে জানি না।'

শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার কনভেনর রাম ছেত্রী বলেন, 'প্রশ্নপত্র মুদ্রণে ভুল হয়েছে। ইংরেজি প্রশ্নপত্রে গ্রাফ পেপারে উত্তর দেওয়ার কথা উল্লেখ করা নেই। হিন্দি এবং বাংলায় গ্রাফ পেপার ব্যবহার করেই উত্তর দিতে বলা হয়েছে। পর্ষদ থেকে সাদা কাগজেই উত্তর দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। পরীক্ষাকেন্দ্রে তা জানানো হয়েছে। বাচ্চাদের পরীক্ষা দিতে কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা না।'

বামপন্থীরা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন তা ভুলবেন না বনমালীপুর জয়ের পর জানালেন কংগ্রেস প্রার্থী গোপাল রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ।। বনমালীপুর বিধানসভার কেন্দ্রে জয়ী হয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থী গোপাল চন্দ্র রায়। তিনি তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্যকে পরাজিত করে আসনটি নিজের দখলে আনতে সক্ষম হয়েছেন। বনমালীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী হয়ে কংগ্রেস প্রার্থী গোপাল চন্দ্র রায় গণদেবতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। এই জয়ের জন্য তিনি কংগ্রেসের নেতাকর্মী এর সমর্থকের পাশাপাশি সিপিআইএম নেতাকর্মী সমর্থকদের প্রতি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন নির্বাচনী প্রচার থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রেই বামপন্থীরা যেভাবে তাকে সহযোগিতা করেছেন তা তিনি জীবনে কোনদিন ভুলবেন না। বিধায়ক হিসেবে কাজ করার ক্ষেত্রে তিনি স্থানীয় সিপিআইএম নেতাদের সঙ্গে পরামর্শক্রমেই কাজ করবেন বলেও জানান। গোপাল বাবু বলেন তিনি বনমালীপুর কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে খুশি। তিনি আরো বেশি খুশি হতেন যদি বিজেপি সরকারকে পরাস্ত করে কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট রাজ্যে সরকার গঠন করতে পারতো। এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে গোপাল বাবু বলেন প্রত্যাশা ছিল বাম এবং কংগ্রেস এ রাজ্যে নতুন করে সরকার গড়বে। কিন্তু সেই প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় তিনি ব্যথিত। তিনি বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হলেও জনগণ কতটা উপকৃত হবেন না তা নিয়ে তিনি যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেন। বিধায়ক হিসেবে তিনি বনমালী পুরের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করতে বদ্ধপরিকর বলে জানান। বিধানসভায় এই এলাকার উন্নয়নের জন্য তিনি লড়াই করবেন। কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট রাজ্যের সরকার গড়তে না পারলেও বনমালী পুরের উন্নয়নে তিনি বিরামহীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন। গোপাল বাবু বলেন, বিধায়ক হিসেবে তিনি ১৫ বছর এলাকার জনগণের সেবা করেছেন। জনগণ পুনরায় তাকে সেবা করার সুযোগ করে দিয়েছেন। নতুন সরকার জনগণের স্বার্থে কাজ করবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে গোপাল বাবু বলেন কোন ধরনের বেআইনে কাজকর্ম ফলে তা তিনি কোনোভাবেই মেনে নেবেন না।

ঘোষণা প্রদ্যোতের

● **প্রথম পাতার পর**

বিধানসভা ভেতরে আওয়াজ তোলার সুযোগ দিয়েছেন। তিপরা মথা অবশ্যই সেই সুযোগের সমাদর করবে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এবং বিরোধীরা জনজাতিদের সমস্যা বুঝবেন এবং তার সমাধানে এগিয়ে আসবেন।

এদিন তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধেও একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা কখনোই ত্রিপুরাকে গুরুত্ব দেননি। তাই, জনজাতিদের আওয়াজ উঠুক তাঁরা সহযোগিতা করেননি। তাঁর দাবি, দলীয় অভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণেই ত্রিপুরায় কংগ্রেস দুর্বল হয়ে গেছে। তবে, বনমালিপুর কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থীর জয় বিজেপিকে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করবে।

তাঁর সাফ কথা, তিপ্রা মথা বিধানসভা নির্বাচনে বিভাজনের ভূমিকায় ছিল না। জনজাতি ইস্যু নিয়ে দল সরব হয়েছে, জনগণ আমাদের ঢেলে সমর্থন দিয়েছেন। তাঁর দাবি, শুধু সিপিএম-কংগ্রেস কিংবা তিপরা মথা নয়, গ্রেটার তিপরাল্যান্ডের দাবি বহু বিজেপি কর্মীরাও সমর্থন করেছেন। তাই, ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-আইপিএফটির প্রাপ্ত আসন এবার অধিকাংশই তিপরা মথার দখলে গেছে। তিনি বলেন, জনজাতি ২০টি আসনে তিপ্রা মথা ১৩টি, বিজেপি টি এবং আইপিএফটি ১টি আসনে জয়ী হয়েছে। অথচ ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনে ওই ২০টি আসনে বিজেপি টি, আইপিএফটি ৮টি এবং সিপিএম ২টি আসনে জয়ী হয়েছিল। তাঁর সাফ কথা, বিরোধী আসনে বসেই জনজাতিদের কল্যাণে লড়াই জারি রাখবে তিপ্রা মথা।

পরাজিত

● **প্রথম পাতার পর**

দেববর্মা পরাজিত হয়েছেন।

বনমালিপুর কেন্দ্রে বামফ্রন্ট-কংগ্রেস জোটের প্রার্থী গোপাল চন্দ্র রায় ১৩৬৯ ভোটের ব্যবধানে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্যকে পরাজিত করেছে। তেমনি, চড়িলাম কেন্দ্রে তিপরা মথা প্রার্থী সুবোধ দেববর্মা ৮৫৮ ভোটের ব্যবধানে উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা-কে পরাজিত করেছেন। বিজেপির হেভিওয়েট দুই প্রার্থীর পরাজয় গভীরভাবে মন্থনের তাগিদ অনুভব করিয়েছে।

নোটা

● **প্রথম পাতার পর**

হেঁটেছিলেন। কিন্তু, ত্রিপুরার মানুষের মনে জায়গা করতে পারেননি। তাঁর পরিণাম আজ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে স্পষ্ট হয়ে গেছে।

বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস মাত্র ২৮টি আসনে প্রার্থী দিতে সক্ষম হয়েছিল। বিজেপিকে হটানোর ডাক দিয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন দলের সমস্ত নেতানেত্রী গণ। কিন্তু, আজ ফলাফল ঘোষণার পর দেখা যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস ত্রিপুরায় ১ শতাংশ নিজেদের দখলে নিতে পারেনি। বরং, নোটা ১ শতাংশের অধিক ভোট পেয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে পেছনে ফেলে দিয়েছে।

সিপিএম

● **প্রথম পাতার পর**

যারা ভোট দিয়েছেন তাদের আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে চলতে থাকা একদলীয় স্বৈরশাসন ও ফ্যাসিস্টসুলভ সন্ত্রাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়েই মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির যে সকল কর্মী সমর্থক ও শুভাকাঙ্খী গণতন্ত্র, শান্তি-সম্প্রীতি এবং আইনের শাসন ফিরিয়ে আনতে এই নির্বাচনি সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাগ্রহণ করেছেন তাদের আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

গণতন্ত্র ও মানুষের খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামের একটি পর্যায় এই নির্বাচনি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হলো। কিন্তু আসছে দিন - সামনের দিন জনস্বার্থে, রাজ্যের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে আরও বৃহত্তর ও ব্যাপক পরিসরে জনগণের সংগ্রাম গড়ে তুলতে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষান্তিহীন প্রয়াস অব্যাহত রাখবে।

ভোটের ফল গণনার দিন রাজ্যের কোনও কোনও গণনা কেন্দ্রে এবং ভোট গণনা কেন্দ্রের লাগোয়া এলাকায় শাসক দলের কর্মীদের একাংশ প্ররোচনা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন, বিরোধী দলের কর্মীদের দৈহিকভাবে আক্রমণের চেষ্টা করেছেন, বিরোধী দলের অফিস আক্রমণের চেষ্টা করেছেন এবং সার্বিকভাবে পরিবেশকে উত্তপ্ত করে তোলার চেষ্টা করেছেন। এটা কোনওভাবেই কাম্য নয়।

আমরা আশা করবো পরিবেশকে স্বাভাবিক রাখতে শাসক দল দায়িত্বশীল ভূমিকা গ্রহণ করবে। নির্বাচন কমিশন এবং পুলিশ ও প্রশাসন এই মর্মে যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

আধিকারীকও

● **প্রথম পাতার পর**

কার্যকর্তাদের উপরও হামলা চালিয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় এগিয়ে গেলে তাদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন তিনিও। সাথে তাঁর দেহরক্ষীরাও তিপ্রা মথা কর্মীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন, বলে জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে গণনা চলাকালীন বিশালগড় মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে এক বাড়িতে দুষ্কৃতিরা বোমা নিক্ষেপ করে বলে অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে, শান্তিরবাজার মহকুমা শাসক অফিসে তিপ্রা মথা সমর্থকরা হামলা চালিয়েছেন। কার্যালয়ের বিভিন্ন জিনিস ভাঙচুর করেছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নিরাপত্তা কর্মীরা লাঠিচার্জ করেছেন। এছাড়াও, বেশ কিছু স্থানে হামলা-হুজ্জুতির খবর আসছে।

মানিক সাহা

● **প্রথম পাতার পর**

সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত কৃতিত্ব তাঁদেরই, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন তিনি। এদিন জয়ী হওয়ার পর নির্বাচনী আধিকারিক ডা: মানিক সাহার হাতে শংসাপত্র তুলে দিয়েছেন।

প্রত্যাবর্তন বিজেপির

● **প্রথম পাতার পর**

চলেছে। তবে, ক্ষমতায় ফিরেও ফলাফল বিজেপিকে অনেকটাই চিন্তায় রেখেছে। ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সাথে তুলনা টেনে আনা হলে বিজেপির আসন এবং ভোটের হার অনেকটাই কমেছে। তাছাড়া, দলের দুই হেভিওয়েট প্রার্থী প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য এবং উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মার পরাজয় পদ্ম শিবিরকে নতুন করে ভাবনায় ফেলেছে।

২০১৮ সালে বিজেপি ৩৬টি আসনে জয়ী হয়ে ৪৩.৫৯ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। পাশাপাশি জোটসঙ্গী আইপিএফটি ৮টি আসনে জয়ী হয়ে ৭.৫ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। অন্যদিকে সিপিএম ১৬টি আসনে জয়ী হয়ে ৪২.২২ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। সেই তুলনায় তেইশের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ৩২ আসনে জয়ী হয়ে ৩৮.৯৭ শতাংশ ভোট এবং আইপিএফটি ১টি আসনে জয়ী হয়ে ১.২৬ শতাংশ ভোট পেয়েছে। অন্যদিকে সিপিএম ১১টি আসনে জয়ী হয়ে ২৪.৬২ শতাংশ ভোট এবং কংগ্রেস ৩টি আসনে জয়ী হয়ে ৮.৫৬ শতাংশ ভোট পেয়েছে। দ্বিতীয় বৃহত্তম দল তিপরা মথা ১৩টি আসনে জয়ী হয়ে ২০ শতাংশের কাছাকাছি ভোট পেয়েছে।

সবচেয়ে অবাক করার বিষয় হল, তিপরা মথার প্রার্থীরা অনেকেই বিশাল ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। টাকারজলা কেন্দ্রে ৩৯৯৯৩টি ভোট পড়েছে। তার মধ্যে তিপরা মথার প্রার্থী বিশ্বজিত কলই একাই পেয়েছে ৩৪৭১৭টি ভোট। তেইশের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন।

এদিকে, ত্রিপুরায় তৃণমূল কংগ্রেস মুখ পুড়িয়ে নোটা থেকেও কম ভোট পেয়েছে। শুধু তাই নয়, অধিকাংশ আসনেই প্রার্থীদের জামানত জব্দ হয়েছে। এছাড়া, বামফ্রন্টে শুধুই সিপিএম প্রার্থীর জয়ী হতে পেরেছেন। শরিক তিনদলের একজন প্রার্থীও জয়ী হতে পারেননি।

২০২৩'র নির্বাচনে ৬০টি কেন্দ্রের জয়ী প্রার্থীরা

১- সিমনা- (এসটি) -	বৃষকেতু দেববর্মা (তিপ্রা মথা)
২-মোহনপুর-	রতন লাল নাথ (বিজেপি)
৩-বামুটিয়া- (এসসি)-	নয়ন সরকার (সিপিআইএম)
৪-বড়জলা-(এসসি)-	সুদীপ সরকার (সিপিআইএম)
৫-খয়েরপুর-	রতন চক্রবর্তী (বিজেপি)
৬-আগরতলা-	সুদীপ রায় বর্মণ (কংগ্রেস)
৭- রামনগর-	সুরজিৎ দত্ত (বিজেপি)
৮-টাউন বড়দোয়ালী-	ডাঃ মানিক সাহা (বিজেপি)
৯-বনমালীপুর-	গোপাল চন্দ্র রায় (কংগ্রেস)
১০-মজলিশপুর-	সুশান্ত চৌধুরী (বিজেপি)
১১- মান্দাইবাজার- (এসটি)-	স্বপ্না দেববর্মা (তিপ্রা মথা)
১২- টাকারজলা-(এসটি)-	বিশ্বজিৎ কলই (তিপ্রা মথা)
১৩- প্রতাপগড়- (এসসি)-	রামু দাস (সিপিআইএম)
১৪-বাধারঘাট- (এস সি)-	মীনা রানী সরকার (বিজেপি)
১৫-কমলাসাগর-	অন্তরা দেব সরকার (বিজেপি)
১৬- বিশালগড় -	সুশান্ত দেব (বিজেপি)
১৭-গোলাঘাটি- (এসটি)-	মানব দেববর্মা (তিপ্রা মথা)
১৮- সূর্যমণিনগর -	রামপ্রদাস পাল (বিজেপি)
১৯- চড়িলাম-(এসটি)-	সুবোধ দেববর্মা (তিপ্রা মথা)
২০-বক্সনগর-	শামসুল হক (সিপিআইএম)
২১ নলছড়-	কিশোর বর্মণ (বিজেপি)
২২-সোনামুড়া-	শ্যামল চক্রবর্তী (সিপিআইএম)
২৩- ধনপুর-	প্রতিমা ভৌমিক (বিজেপি)
২৪- রামচন্দ্রঘাট (এসটি) -	রঞ্জিত দেববর্মা (তিপ্রা মথা)
২৫- খোয়াই-	নির্মল বিশ্বাস (সিপিআইএম)
২৬- আশারামবাড়ি (এসটি) -	অনিমেষ দেববর্মা (তিপ্রা মথা)
২৭ কল্যাণপুর প্রমোদনগর-	পিনাকী দাস চৌধুরী (বিজেপি)
২৮-তেলিয়ামুড়া-	কল্যাণী রায় (বিজেপি)
২৯- কৃষ্ণপুর-(এসটি) -	বিকাশ দেববর্মা (বিজেপি)
৩০- বাগমা-(এসটি)-	রামপদ জমাতিয়া (বিজেপি)
৩১-রাধাকিশোরপুর-	প্রণজিৎ সিংহ রায় (বিজেপি)
৩২-মাতাবাড়ী-	অভিষেক দেবরায় (বিজেপি)
৩৩-কাকড়াবন-শালগড়া (এসসি)-	জীতেন্দ্র মজুমদার (বিজেপি)
৩৪-রাজনগর-(এসসি)-	স্বপ্না মজুমদার (বিজেপি)
৩৫-বিলোনীয়া-	দীপঙ্কর সেন (সিপিআইএম)
৩৬-শান্তিরবাজার-	প্রমোদ রিয়াং (বিজেপি)
৩৭-ঋষ্যমুখ-	অশোক চন্দ্র মিত্র (সিপিআইএম)
৩৮-জোলাইবাড়ি (এসটি) -	শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া (আইপিএফটি)
৩৯- মনু (এসটি)	মাইলাফ্রু মগ (বিজেপি)
৪০- সাব্রুম -	জিতেন্দ্র চৌধুরী (সিপিআইএম)
৪১-অম্পিনগর- (এসটি)-	পাঠান লাল জমাতিয়া (তিপ্রা মথা)
৪২-অমরপুর-	রঞ্জিত দাস (বিজেপি)
৪৩- করবুক-(এসটি) -	সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা (তিপ্রা মথা)
৪৪-রাইমাভ্যালি (এসটি)-	নন্দিতা দেববর্মা (তিপ্রা মথা)
৪৫-কমলপুর-	মনোজ কান্তি দেব (বিজেপি)
৪৬ সুরমা- (এসসি)-	স্বপ্না দাস পাল (বিজেপি)
৪৭-আমবাসা-(এসটি)-	চিত্তরঞ্জন দেববর্মা (তিপ্রা মথা)
৪৮- করমছড়া (এসটি) -	পল দাংশু (তিপ্রা মথা)
৪৯-ছামনু (এসটি)-	শম্ভু লাল চাকমা (বিজেপি)
৫০-পাবিয়াছড়া-	ভগবান চন্দ্র দাস (বিজেপি)
৫১-ফটিকরায়-(এসসি)-	সুধাংশু দাস (বিজেপি)
৫২- চন্ডীপুর-	টিংকু রায় (বিজেপি)
৫৩-কৈলাসহর-	বীরজিৎ সিনহা (কংগ্রেস)
৫৪-কদমতলা কুর্তী-	ইসলাম উদ্দিন (সিপিআইএম)
৫৫- বাগবাসা-	যাদব লাল নাথ (বিজেপি)
৫৬-ধর্মনগর-	বিশ্ববন্ধু সেন (বিজেপি)
৫৭-যুবরাজনগর-	শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ (সিপিআইএম)
৫৮-পানিসাগর-	বিনয় ভূষণ দাস (বিজেপি)
৫৯-পেঁচারখল (এসটি)-	সান্ত্বনা চাকমা (বিজেপি)
৬০ - কাঞ্চনপুর (এসটি) -	ফিলিপ কুমার রিয়াং (তিপ্রা মথা)

খেলাধুলা

ইরানি ট্রফি : যশস্বী, ঈশ্বরণের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে চালকের আসনে অবশিষ্ট ভারত

অবশিষ্ট ভারত:- ৪৮৪, মধ্যপ্রদেশ: ১১২/৩

গোয়ালিয়র, ২ মার্চ।। প্রত্যাশার বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল প্রথম দিনেই। আজ, বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দিনে আরও যেন চেপে বসেছে অবশিষ্ট ভারত। ইরানি ট্রফির খেলা চলছে গোয়ালিয়রে ক্যাপ্টেন রুপ সিং স্টেডিয়ামে। প্রথম দিনেই যশস্বী ও অভিমন্যুর অনবদ্য ব্যাটিংয়ে ম্যাচ অনেকটা অবশিষ্ট ভারতের হাতের মুঠোয় চলে এসেছিল। তার-ই প্রত্যক্ষ প্রভাব আজ দ্বিতীয় দিনেও। পাঁচদিনের ম্যাচে স্বাগতিক তথা গতবারের রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে ৩ উইকেটে ৩৮১ রান সংগ্রহ করেছিল। আজ, দ্বিতীয় দিনে অবশিষ্ট ৭ উইকেটে ১০৩ রান যোগ করতে সক্ষম হয়েছে। অতঃপর ৪৮৪ তে ইনিংস শেষ করলে প্রত্যুত্তরে ব্যাট করতে নামে মধ্যপ্রদেশ। অবশিষ্ট ভারতের পক্ষে এ আর ঈশ্বরণের ১৫৪ রান এবং যশস্বী ভূপেন্দ্র জয়সোয়ালের ২১৩ রান যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। যশস্বী ২৫৯ বল খেলে ৩০ টি বাউন্ডারিও তিনটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ২১৩ রান সংগ্রহ করে। ঈশ্বরণ ১৫৪ রান পেয়েছে ২৪০ বল খেলে ১৭ টি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে। এছাড়া, যশ ধূলের ৫৫ রানও উল্লেখ করার মতো। মধ্যপ্রদেশের বোলার আভেশ খান ৭৪ রানে চারটি উইকেট পেয়েছে। এছাড়া অনুভব আগরওয়াল ও কুমার কার্তিকেয় সিং দুটি করে এবং অঙ্কিত সিং কুশোয়া পেয়েছে একটি উইকেট সময়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মধ্যপ্রদেশ দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময় ৪৩ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়েছে। ইতোমধ্যে ৪৩ ওভার খেলে ৩ উইকেট হারিয়ে ১১২ রান সংগ্রহ করেছে। দলীয় ১৫ রানের মধ্যে পরপর তিনটি উইকেটের পতন ঘটলেও চতুর্থ উইকেটের জুটিতে হর্ষ গাওয়ালী ও যশ দুবের অনবদ্য ব্যাটিং দলকে কিছুটা স্বস্তি এনে দেয়। হর্ষ ৪৭ রানে এবং যশ ৫৩ রানে নাইট ওয়াচম্যানের ভূমিকায় রয়েছেন। অবশিষ্ট ভারতের নবদ্বীপ সাইনি দুটি এবং মুকেশ কুমার একটি উইকেট পেয়েছেন।

সুপার ডিভিশন : লীগ তালিকা

দল	ম্যাচ	জয়	হার	টাই	গড়	পয়েন্ট
স্ফুলিঙ্গ	৫	৫	০	০	১.৮৯৯	২০
ইউ. ফ্রেন্ডস	৫	৪	১	০	০	১.২০০ ১৬
শতদল	৫	২	৩	০	০	০.৭৩১ ৮
জেসিসি	৫	২	৩	০	০	-০.৩৯৫ ৮
সংহতি	৫	২	৩	০	০	-১.৩৩৯ ৮
কসমো'	৫	০	৫	০	০	-২.০১২ ০

ইন্টার ইউনিভার্সিটি ক্রিকেটে গ্রুপ শীর্ষে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ।। গ্রুপে শীর্ষস্থান পেয়েছে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়। ইন্টার ইউনিভার্সিটি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে। কার্যত সেমিফাইনালে ত্রিপুরা বিশ্ব বিদ্যালয়। গ্রুপ লিগে সবকটি ম্যাচে জয় পেয়ে। তবে ৬ গ্রুপ থেকে ৪ দল সেমিফাইনালে পৌঁছবে। ফলে ত্রিপুরা দল এখন তাকিয়ে আছে রান রেটের দিকে। ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকিনোলজি অর্থাৎ কিট বিশ্ববিশ্বালয়ে হচ্ছে পূর্বাঞ্চলীয় আন্ত: বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। বৃহস্পতিবার পশ্চিম বাংলার রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়কে ২ উইকেটে পরাজিত করে গ্রুপের শীর্ষে পৌঁছে যায় ত্রিপুরা বিশ্ব বিদ্যালয়। পারভেজ সুলতানের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ত্রিপুরার জয় সহজ হয়ে যায়। প্রথমে বল হাতে ৩ উইকেট নেওয়ার পর ব্যাট হাতে ঝড়ো ২৬ রান করে দলকে জয় এনে দেন ত্রিপুরা রণজি দলের ওই অলরাউন্ডারটি। রাভেনশা মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরা টসে জয়লাভ করে প্রথমে বিপক্ষ দলকে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানায়। পশ্চিম বাংলার রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমে ব্যাট পেয়ে ২৪.৩ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১২৪ রান করে। দলের পক্ষে রোহিত মন্ডল ৩৬ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬, শুভময় ব্যানার্জি ২০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০,রাহুল পাইক ২২ বল খেলে ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭, মানিক বর্মন ১৮ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ এবং ইমন দত্ত ১৯ বল খেলে ৩টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করেন। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে পারভেজ সুলতান (৩/২৪), সন্দীপ সরকার (৩/২৯), দীপ্তনু চক্রবর্তী (২/১৮) এবং অভিজিৎ দেববর্মা (২/২৫) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ত্রিপুরা ১৫ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে হাতুরাজ ঘোষ রায় ৪৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪১, পারভেজ সুলতান ১৫ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬(অপ:), শুভম সূত্রধর ১৬ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ এবং বিপীন কুমার শর্মা ১২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করেন। পশ্চিম বাংলার রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ইমন দত্ত (২/১৯), প্রীতম হালদার (২/২৬) এবং রোহিত মন্ডল (২/৩০) সফল বোলার।

বিশাল ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা

শিলং, ২ মার্চ (হি.স.) : ১০,০৯০টি ভোটের ব্যবধানে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি)-প্রধান কনরাড কঙ্খল সাংমাকে বিজয়ী বলে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। তবে তাঁর ভাই জেমস সাংমা দাদেংগ্রে আসনে টিএমসি প্রার্থী রূপা মারাকের কাছে মাত্র ৭ ভোটের ব্যবধানে হেরে গিয়েছেন।

রাজ্যের জনতা তাঁর দল ন্যাশনাল পিপলস পার্টির প্রতি আস্থা রেখে দলীয় প্রার্থীদের ভোট দেওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন কনরাড সাংমা। নির্বাচনী আধিকারিকের হাত থেকে শংসাপত্র নিয়ে বাইরে এসে জয় সম্পর্কে এভাবে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে কনরাড সাংমা বলেছেন, তাঁরা এখনও কয়েকটি সংখ্যা থেকে পিছনে চলছেন। তব চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছেন তিনি।

মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে দক্ষিণ তুরা কেন্দ্রে তাঁর প্রতিপক্ষ ও বিজেপি নেতা বার্নার্ড মারাককে পরাজিত করে নির্ধারক বিজয় অর্জন করেছেন।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘোষিত বাংলাদেশের টি-২০ স্কোয়াড

সাকিব আল হাসান (অধিনায়ক), লিটন দাস, নাজমুল হোসেন শান্ত, তৌহিদ হৃদয়, আফিফ হোসেন ধ্রুব, মেহেদি হাসান মিরাজ, নুরুল হাসান সোহান (উইকেটরক্ষক), শামীম হোসেন পাটোয়ারী, রনি তালুকদার, মোস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদ, নাসুম আহমেদ, রেজাউর রহমান রাজা ও তানভীর ইসলাম।

লাঞ্চে ৭৫ রানে এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া, ম্যাচের ভাগ্য ভারতীয় ব্যাটারদের হাতে

ইন্দোর, ২ মার্চ (হি.স.) : ইন্দোর টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শুরুতে ভারতের প্রত্যাবর্তনের প্রচেষ্টায় মরিয়া লড়াই। আগের দিনের চার উইকেটে ১৫৬ রান থেকে শুরু করেছিল অস্ট্রেলিয়া। ১৮৬ রানে পড়ল অজিদের পঞ্চম উইকেট। সেখান থেকে ১৯৭ রানে শেষ অজিদের ইনিংস। তৃতীয় ইনিংসে নেমে ভারত লাঞ্চের সময় শূন্য রানে ১৩ রানে দাঁড়িয়ে আছে। ম্যাচে এখনও এগিয়ে অস্ট্রেলিয়াই কারণ এখনও ৭৫ রানের লিড তাদের।

রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের লক্ষ্য, প্রথম ইনিংসের ব্যাটিং বিপর্যয় যেন আবার না হয়। অন্তত ১৫০ রানের লিড না থাকলে এই ম্যাচ জেতা কঠিন হয়ে পড়বে। আবারও স্পিন অস্ত্রে ভারতকে ঘায়েল করতে চাইছেন স্টিভ স্মিথ। প্রথম ইনিংসে পাঁচ উইকেট পাওয়া ম্যাথিউ কুনেমান মিচেল স্টার্কের সঙ্গে নতুন বলে শুরু করলেন। লাঞ্চের পরেই লেলিয়ে দেওয়া হবে নাথান লিয়ঁকে তাতে সন্দেহ নেই। এই ম্যাচ চারদিন পর্যন্ত গড়াবে বলে মনে হয় না। ভারত যদি ১৫০ রানের লিড দেয়ও, এই পিচে চতুর্থ ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার ১০০ রান করতে বেগ পেতে হবে। হোলকার স্টেডিয়ামের পিচ নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক উঠেছে।

সুপার ডিভিশন : ফিরতি লীগ শুরুতেই স্ফুলিঙ্গ-ফ্রেন্ডস মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ।। আরও দুদিন ক্রিকেট ম্যাচের বিরতি। বিধানসভা নির্বাচনের গণনা, নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি - এগুলোকে সরিয়ে রাখলেও অনিবার্য কারণে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন ক্রিকেটের ফিরতি লীগের খেলা ৫ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে। বলা যেতে পারে। একদিকে প্রথম লীগের খেলা শেষ, অপরদিকে নির্বাচন বিষয়ক আঁচ।

তবে প্রথম লীগের শেষে স্ফুলিঙ্গ পাঁচে পাঁচ। অর্থাৎ পাঁচ ম্যাচের পাঁচটিতে জয়ী হয়ে কুড়ি পয়েন্ট পেয়ে আপাতত তালিকার শীর্ষে রয়েছে।

দ্বিতীয় শীর্ষে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস পাঁচ ম্যাচের চারটিতে জয়ী হয়ে ১৬ পয়েন্ট পেয়ে। শতদল সংঘ জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব এবং সংহতি ক্লাবের পয়েন্ট পাঁচ ম্যাচের শেষের সমসংখ্যক ৮ হলেও রানের গড়ের নিরিখে শতদল তৃতীয়, জে এস সি চতুর্থ এবং সংহতি রয়েছে পঞ্চম স্থানে। ৫ মার্চ নরসিংগড়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে স্ফুলিঙ্গ খেলবে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের বিরুদ্ধে।

এমবিবি স্টেডিয়ামে জে সি সি লড়বে সংহতির বিরুদ্ধে। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে শতদল সংঘ ও কসমোপলিটন ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

স্টেডিয়াম ফ্লাড লাইটের কাজ জোর কদমে, খতিয়ে দেখছেন কর্মকর্তারা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ।। এমবিবি স্টেডিয়ামে ফ্লাড লাইটের কাজ চলছে জোর কদমে। খতিয়ে দেখছেন ত্রিপুরা ক্রিকেটে এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা। উল্লেখ্য, আগরতলা শহরতলী নরসিংগড়ে গড়ে উঠছে অত্যাধুনিক আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়াম। যা রাজ্যবাসীর কাছে গর্বের। রাজ্যের ক্রিকেটপ্রেমীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল আগরতলা শহরে একটি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের। আর সেই দাবি মেনেই সেখানে চলছে অত্যাধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ। একই সাথে রাজধানীর এমবিবি স্টেডিয়ামকেও আরো আধুনিক করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন। এর মধ্যে রয়েছে স্টেডিয়ামে ফ্লাড লাইট লাগানোর কাজ। মূলতঃ দিবারাত্রি ম্যাচ অর্থাৎ নৈশালোকে খেলা পরিচালনার জন্য স্টেডিয়ামে প্রথমবারের মতো নির্মাণ করা হচ্ছে এই ফ্লাড লাইট। এর জন্য ব্যয় করা হচ্ছে ১৫ থেকে ১৬ কোটি টাকা। স্টেডিয়ামের চারটি কর্ণারে বসছে এই চারটি টাওয়ার। এলইডি সম্পন্ন এই টাওয়ার দেশের অন্যান্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের ফ্লাড লাইটের সমতুল্য। কাজ চলছে এখন জোর কদমে। আগামী দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবার কথা রয়েছে। আর এই ফ্লাড লাইট নির্মাণ কাজ শেষ হলে নৈশালোকে ম্যাচ পরিচালনা করা যেমন সম্ভব হবে, তেমনি রাজ্যের খেলোয়াররা রাতে ক্রিকেট অনুশীলন করার সুযোগ পাবে। ইতোমধ্যে স্টেডিয়ামে ফ্লাড লাইট নির্মাণ কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখলেন ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি তিমির চন্দ। সময় সুযোগ বের করে অন্যান্য কর্মকর্তারাও স্টেডিয়ামে ফ্লাড লাইট লাগানোর কাজ একটু আধটু নজর দিচ্ছেন বলে খবর রয়েছে।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের টি টুয়েন্টি স্কোয়াডে ঠাঁই পেলেন না সৌম্য সরকার

ঢাকা, ২ মার্চ (হি.স.) : অফ ফর্মে থাকার কারণে টেস্ট আর একদিনের দল থেকে আগেই ছিটকে গিয়েছিলেন সৌম্য সরকার। এবার টি-২০ স্কোয়াডেও ঠাঁই হল না এক সময়ের সাড়া জাগানো ব্যাটার সৌম্য সরকারের। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ম্যাচে হারের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পক্ষ থেকে জস বাটলারদের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচের জন্য দল ঘোষণা করা হয়। তাতে বিশ্বকাপ স্কোয়াডে থাকা সৌম্য সরকার সহ পাঁচ জনের ঠাঁই হয়নি। বাকি যারা বাদ গেলেন তাঁরা হলেন, ইয়াসির আলী রাব্বি, মোসাদ্দেক হোসেন, শরিফুল ইসলাম ও এবাদত হোসেন। ১৫ জনের দলে নতুন মুখ তিনজন-তৌহিদ হৃদয়, রেজাউর রহমান রাজা ও তানভীর ইসলাম। বিপিএলে দুর্দান্ত পারফর্ম করে সাত বছর বাদে দলে ফিরলেন রনি তালুকদার।

এমবিবি স্টেডিয়ামে অক্রিকেটীয় পরিস্থিতিতে আধঘন্টা খেলা বন্ধ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ।। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নাটক। তাতে খেলা বন্ধ প্রায় ৩৫ মিনিট। ঘটনাটি ঘটে এম বি বি স্টেডিয়ামে। ইউনাটেড ফ্রেন্ডস এবং স্ফুলিঙ্গ ম্যাচে। বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে। ঘটনার সূত্রপাত দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময়ে। স্ফুলিঙ্গের ২৫১ রানের জবাব দিতে মাঠে নেমে একসময় ৮৮ রানে ১ উইকেট হারিয়ে বসেছিলো ইউনাটেড ফ্রেন্ডস। তখনই বল করতে আসেন জয়দীপ ভট্টাচার্য। প্রথম বলেই জয়দীপ তুলে নেন বিশালকে। আউট হতেই বিশাল দাবি করেন সে তৈরী ছিলো না বলটি খেলার। এনিয়ে শুরু হয় বাকবিতন্ডা। এরপর আম্পায়ার রাজীব কুমার দাস ম্যাচ রেফারি খোকন দে-র দ্বারস্থ হন। দীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় বিশাল আউট নন। এতেই বেকে বসেন স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের ক্রিকেটাররা। শেষে লেগ আম্পায়ারের সঙ্গে আলোচনা করে বিশালকে আউট দেন আম্পায়ার রাজীব কুমার দাস। শুরু হয় সস্তা নাটক। ওই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে মাঠ না ছাড়ার হুমকিও দেন বিশাল। এতে প্রায় ৩৫ মিনিট খেলা বন্ধ থাকে। শেষে ইউনাটেড ফ্রেন্ডসের অধিনায়ক রজত দে এবং ভিনরাজ্যের ক্রিকেটার দীপক ক্ষৈত্রী পরিস্থিতির সামাল দেন।

পলাতক আসামী

উপরের ছবিটি পলাতক রঞ্জিত মজুমদার ওরফে রাজু (৩৫) পিতা - শ্রী সুনল চন্দ্র মজুমদার, সাং- কাঞ্চনবাড়ি, থানা - ফটিকরায়, উনকোটি ত্রিপুরা। গত ২৪.০১.২০২৩ ইং তারিখে ভারতীয় দন্ডবিধি আইনের ৩৭৬ (ডি) ধারা এবং পক্সো আইনের ০৬ ধারা মোতাবেক উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফটিকরায় থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয় যাহার নাম্বার ঃ ০৩/২০২৩, তাং: ২৪.০১.২০২৩।

উপরিউক্ত ব্যক্তির কোনও সন্ধান জানিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় সংবাদ প্রেরণের অনুরোধ রহিল।

যোগাযোগের ঠিকানা

১। এসপি উনকোটি কৈলাসহর ফোন নং - ০৩৮২৪-২২২৩৯২
২। এসডিপিও কুমারঘাট ফোন নং— ০৩৮২৪-২৬১২৮৮
৩। ওসি ফটিকরায় থানার ফোন নং —০৩৮২৪-২৬১৫৮৮

ICA-D-2108/23

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

ত্রিশঙ্কু মেঘালয়ে, বিজেপি জোট ফিরল নাগাল্যান্ডে

শিলং/ কোহিমা।। ইতিহাস বলছে, ১৯৭৮ সালের বিধানসভা ভোটে মেঘালয়ে 'অল পার্টি হিল লিডার্স কনফারেন্স' নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পেয়েছিল। সেই শেষ বার। তার পর থেকে গত সাড়ে ৪ দশক ওই রাজ্য ভোট পরবর্তী জোটের সরকার দেখেছে। পর পর ৯টি বিধানসভা ভোটের পর প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির নেতাদের একাংশ হাত মিলিয়ে ক্ষমতা দখল করেছেন। এ বারও তার ব্যতিক্রম হল না।

মেঘালয় বিধানসভার ৬০টি আসনের মধ্যে ভোট হয়েছিল ৫৯টিতে। প্রতিটি বুথ ফেরত সমীক্ষাতেই সে রাজ্যে ত্রিশঙ্কু বিধানসভার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। তা মিলে গিয়েছে। তবে অধিকাংশ বুথ ফেরত সমীক্ষায় মেঘালয়ে, আসন সংখ্যার হিসাবে কোনও দলই ২৫ পেরোবে না বলে পূর্বাভাস দেওয়া হলেও তা মেলেনি। প্রধান শাসকদল এনপিপি ২৬টি আসনে জিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার 'জাদু সংখ্যা' ৩১-এর কাছে পৌঁছে গিয়েছে। প্রাক্তন সহযোগী দল ইউডিপির ১১ বিধায়ককে পাশে পেলেই তারা অনায়াসে স্থায়ী সরকার উপহার দিতে পারবে মেঘালয়বাসীকে। ২টি আসনে জেতা বিজেপিও যে সেই সরকারকে সমর্থন জানাতে পারে তা স্পষ্ট হয়েছে এনপিপি প্রধান তথা মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমার সঙ্গে অসমের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার বৈঠকে।

প্রসঙ্গত, ১৯৯২-৯৮, ২০০৩-০৮ এবং ২০১০-১৮ কংগ্রেসের নেতৃত্বে জোটের সরকার ছিল মেঘালয়ে। ২০১৮-র নির্বাচনে কংগ্রেস হারলেও ২১টি আসন পেয়ে বৃহত্তম দল হয়েছিল। ২০টি আসনে জিতে দ্বিতীয় হয় এনপিপি। এর পর ইউডিপির ৬, পিডিএফের ৪ এবং ২ জন করে এইচএসপিডিপি, বিজেপি ও নির্দল বিধায়কের সমর্থনে সরকার গড়েছিলেন কনরাড।

মেঘালয়ের বিধানসভা ভোটে ইউডিপি, এইচএসপিডিপি, পিডিএফের মতো নির্দিষ্ট এলাকা এবং জনজাতি উপগোষ্ঠী ভিত্তিক দল রয়েছে। প্রতি বারের মতো এ বারও তারা নিজস্ব জনসমর্থনের অঙ্ক মিলিয়ে আসন জিতেছে। সে রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, আলাদা ভাবে লড়াই করে কয়েকটি আসনে জেতার পরে ওই দলগুলি 'হাওয়া বুঝে' শক্তিশালী দলের পাশে দাঁড়ায়। ২০১৮-র বিধানসভা ভোটে ২১টি আসনে জিতে একক বৃহত্তম দল হয়েও ক্ষমতা দখল করতে পারেনি কংগ্রেস। বিজেপি, ইউডিপির মতো দলের সঙ্গে ভোট পরবর্তী সমঝোতা করে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন ২০টি আসনে জেতা এনপিপির নেতা কনরাড। এ বারও ত্রিশঙ্কু ইতিহাসের গতি তারই পক্ষে।

নাগাল্যান্ডে গত বছর সরকার গড়েছিল এনডিপিপি এবং বিজেপির জোট। যদিও ৬০টি আসনের মধ্যে তারা পেয়েছিল যথাক্রমে ১৮ এবং ১২টি আসন। এনপিএফ ২৬টি আসন পেয়েও সরকার গড়তে পারেনি। বৃহস্পতিবারের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, সেই এনপিএফের প্রাপ্ত আসন নেমে এসেছে দু'টিতে। তবে গত বার বিজেপির সমর্থন পেয়ে সরকার গড়েছিল যে এনডিপিপি, তাদের প্রাপ্ত আসনের সংখ্যা এক লাফে পৌঁছেছে ২৪-এ। অর্থাৎ, গত পাঁচ বছরের শাসকদলকেই আবার বেছে নিয়েছেন মানুষ।আর বিজেপি? বুথফেরত সমীক্ষায় তো বটেই, বৃহস্পতিবার সকালে গণনা যখন মাঝপথে, তখন কংগ্রেসও এক রকম স্বীকার করেই নিয়েছিল যে, উত্তর-পূর্বের রাজ্যে বিজেপিকে বেছে নেওয়া নতুন কিছু নয়। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গের কথায়, "উত্তর-পূর্বের সাত রাজ্যের স্বভাবই এমন। যে যতই বোঝাক, ভোট দেওয়ার সময় তাদের যত আস্থা-ভরসা-বিশ্বাস কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দলের উপরেই গিয়ে পড়ে।" ত্রিপুরা ছাড়া বিজেপি-কংগ্রেসের দ্বৈরথে নজর ছিল নাগাল্যান্ডেও। কিন্তু সেই নাগাল্যান্ডে বিজেপি থেমে গিয়েছে সেই ১২টি আসনেই।

বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ক্ষমতায় ফিরে আসায় দলের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরা পরস্পরে মিষ্টি মুখ করেন। ছবি নিজস্ব।

সাংবাদিকের বাড়িতে হামলা

আগরতলা, ২ মার্চ ।। আগরতলা প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সদস্য তথা আজকাল পত্রিকার সাংবাদিক সমীর ধরের বাড়িতে হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে আগরতলা প্রেস ক্লাব। আজ দুপুর দুইটায় বিধানসভা ভোটের গননা চলাকালীন সময়ে সমীর ধরের ইচাবাজারস্থিত বাড়িতে হামলা চালায় কিছু দুস্কৃতি। বাড়ির গেট বন্ধ থাকায় সীমানা ভেঙ্গে বাড়িতে প্রবেশ করে দুষ্কৃতিরা। কোনো রকমে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করে সমীর ধর ও তার পরিবার। ঘটনার খবর পেয়েই সমীর ধরের বাড়িতে ছুটে যান আগরতলা প্রেস ক্লাবের এক প্রতিনিধি দল। পুলিশে খবর দিয়ে তাদের উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়। এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করছে আগরতলা প্রেস ক্লাব এবং দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে আগরতলা প্রেস ক্লাব।

বামেদের হাত থেকে চন্ডিপুর ছিনিয়ে নিল বিজেপির টিঙ্কু রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ।। দীর্ঘ ৪৫ বছরের বাম দুর্গকে তছনছ করে চন্ডিপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী টিংকু রায়। বামেদের হাত থেকে আসনটি ছিনিয়ে আনতে পেরে তিনি এলাকার গণদেবতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে চন্ডিপুর বিধানসভা কেন্দ্রটি সিপিআইএমের দখলে ছিল। এই কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার এবং রাজ্যের শিক্ষা ও শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী তপন চক্রবর্তী। বামফ্রন্টের দীর্ঘশাসনে এই কেন্দ্রের মানুষ বঞ্চনা ও অবহেলার শিকার হয়েছেন। এলাকায় রয়েছে বেশ কিছু চা বাগান। তথাকথিত শ্রমিক দরদী সরকারের আমলে শ্রমিকরা ক্রমাগত বঞ্চনার শিকার হয়েছেন।। শুধু তাই নয় আমজনতাও দীর্ঘ অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। সে কারণেই এবারে নির্বাচনে এলাকার গণদেব তারা বিজেপি প্রার্থী টিংকু রায়কে জয়ী করে এলাকার উন্নয়নের প্রত্যাশা করেছেন। জয়ী হওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চন্ডিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির জয়ী প্রার্থী টিংকু রায় বলেন এই জয়ের জন্য তিনি এলাকার গণদেবতা এবং দলীয় কর্মী সমর্থকদের কাছে কৃতজ্ঞ। এলাকার অনুন্নয়নে জনগণ দীর্ঘদিন ধরেই অতিষ্ঠ। সে কারণেই দীর্ঘ ৪৫ বছরের দুর্গা চুরমার করে বিজেপি প্রার্থী টিংকু রায়কে এই কেন্দ্র থেকে জয়ী করে বিধানসভায় পাঠিয়েছেন। তিনি এই কেন্দ্রের জনগণের উন্নয়নে সার্বিক প্রয়াস গ্রহণ করবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন।।

গণদেবতাদের জয় বললেন খয়েরপুরের বিজেপির জয়ী প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ।। খয়েরপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী বিজেপি প্রার্থী রতন চক্রবর্তী তার এই জয়কে গণদেবতাদের জয় বলে আখ্যায়িত করেছেন। খয়েরপুর বিধানসভা এলাকার বিজেপির জয়ী প্রার্থী রতন চক্রবর্তী জয় সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন তিনি এলাকার সার্বিক উন্নয়নে সারা বছর কাজ করে গেছেন। এলাকায় বহু উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। উন্নয়নের নিরিখে জনগণ তাকে পুনরায় এই বিধান সভা কেন্দ্র থেকে জয়ী করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন আরো অধিক ভোটের ব্যবধানে তিনি জয়ী হবেন বলে আশা করেছিলেন। কিন্তু জনজাতি অংশের একটা অংশ তাকে কাছে টেনে নিতে পারেনি। ফোনে গত নির্বাচনের চেয়ে এবারের নির্বাচনে জয় এর ব্যবধানটা অনেকটা কমেছে। পাশাপাশি কংগ্রেস সিপিআইএম জোট সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে রতন চক্রবর্তী বলেন তারা যেটুকু পারদ চড়িয়েছিল সেই পরিমাণ ভোট তারা পায়নি। খয়েরপুর বিধানসভা এলাকায় তারা অনেক অপপ্রচার করেও সফল হতে পারেনি। জয়ের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রতন চক্রবর্তী বলেন এলাকার শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশ অক্ষুন্ন রেখে আগামী দিনে উন্নয়নের গতি আরো ত্বরান্বিত করতে চান। দলীয় কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে রতন পাবো বলেন জয়ের আনন্দ যাতে অন্যের কোন আতঙ্কের কারণ না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তিনি বলেন বিগত দিনেও এলাকায় দলীয় কর্মী সমর্থক আক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু দলীয় নেতাকর্মীদের পাল্টা আক্রমণ করতে দেওয়া হয়নি। এখনো যাতে কোন ধরনের অশান্তির পরিবেশ কায়েম না হয় সেজন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

সাগরদীঘিতে জয় কংগ্রেসের

মুর্শিদাবাদ, ২ মার্চ (হি. স.) : "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অপরাজেয় নয়", এই মন্তব্য করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী আগাগোড়া বিঁধলেন তৃণমূল কংগ্রেসকে। তার পাশাপাশি সাফল্যের পেছনে বাম নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানাতে ভুললেন না।সাগরদিঘিতে সপ্তম রাউন্ডের শেষে এগিয়ে ছিলেন বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী বায়রন বিশ্বাস। ৮০০০-রও বেশি ভোটে এগিয়ে কংগ্রেস প্রার্থী বায়রন বিশ্বাস। পিছিয়ে তৃণমূল প্রার্থী দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এই ফলাফল সামনে আসতেই আত্মবিশ্বাসী অধীরবাবু বলেন, 'এই নির্বাচনে কংগ্রেস-বাম আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে লড়েছিলাম। আমাদের এই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপিএম নয়, তিপরা মথা পাবে বিরোধী দলের মর্যাদা ঃ রতন নাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ (হি. স.) : বিধানসভা নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল দেখে নিশ্চিত ত্রিপুরায় সিপিএম দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হতে পারবে না। বিজেপি সরকার গঠন করার পর বিধানসভায় বিরোধী দলের মর্যাদা পাবে তিপরা মথা। মোহনপুর কেন্দ্রে জয়ী হওয়ার দৃঢ়তার সাথে একথা বলেন টানা সপ্তমবারের বিধায়ক রতন লাল নাথ।তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় মানুষ বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের জোটকে প্রত্যাখান করেছেন।

এদিন তিনি বলেন, বিধায়কের দায়িত্ব পালন করা খুবই কঠিন। কারণ, মানুষের পাশে থেকে তাঁদের সহায়তায় এগিয়ে গেলেই ভোটে জয় সম্ভব হয়। তিনি জোর গলায় বলেন, একটানা সপ্তমবার বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন, বর্তমানে এমন নজির কারোর নেই। তাঁর দাবি, মানুষের পাশে থেকে তাঁদের কল্যাণে কাজ করেছি, তাই পুণরায় নির্বাচিত হয়েছি।

তাঁর কথায়, ত্রিপুরার মানুষ বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের জোটকে প্রত্যাখান করেছেন। মানিক সরকার, মানিক দে, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আরো ভাল ফল প্রত্যাশা করেছিল কংগ্রেস ঃ বীরজিৎ সিনহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ।। এবারের নির্বাচনে আরো ভালো ফল প্রত্যাশা করেছিল কংগ্রেস। জনগণের প্রত্যাশার সফল বাস্তবায়ন করতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহা।

৫৩-কৈলাসহর বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস দলের প্রার্থী বীরজিত সিনহা ৯৬৮৬ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করে করেছেন।রিটার্নিং অফিসারের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে গননা কেন্দ্র থেকে বের হয়ে যাবার সময় সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে কংগ্রেসের জয়ী প্রার্থী তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহা বলেন , এবারের নির্বাচনে আরো ভালো ফল প্রত্যাশা করা হয়েছিল। কিন্তু প্রত্যাশা অনুযায়ী ফলাফল হয়নি। তিনি নিজে কৈলাশহর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে আরও বেশি ভোটের ব্যবধানে জয়ী হবেন বলে প্রত্যাশা করেছিলেন। তারপরও গণদেবতা রা তাকে যেভাবে আশীর্বাদ ধন্য করেছেন সেজন্য তিনি গণদেবতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রতিষ্ঠ কংগ্রেস সভাপতি বিরোজিৎ সিনহা বলেন কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যে বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার থাকার সুবাদে ভোটে জয়ী হওয়ার জন্য তারা প্রচুর পরিমাণ টাকা-পয়সা বিলিয়েছে। তাতে প্রভাবিত হয়েছেন ভোটাররা। সে কারণেই প্রত্যাশামত ফলাফল হয়নি বলে তিনি উল্লেখ করেন। তবে ভোট গ্রহণ পর্ব এবং গণনা পর্ব যে অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত হয়েছে তা তিনি অপপট স্বীকার করেছেন।

মজলিশপুরে প্রত্যাশিত জয় পেলেন বিজেপির প্রার্থী সুশান্ত চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ।। মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুশান্ত চৌধুরী বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। এই কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে গণতাবো তাদের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। মজলিসপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তথা রাজ্যের তথ্যসংস্কৃতি ও যুব কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী প্রত্যাশিতভাবেই ওই কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছেন। জয়ী হওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজয়ী প্রার্থী সুশান্ত চৌধুরী বলেন সারা বছর মানুষের পাশে থেকে কাজ করেছি। জনগণ নিরাশ করেননি। আগামী দিনে আরো ভালো কাজের মাধ্যমে আরো গণমুখী সরকার প্রতিষ্ঠিত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। তাতে সরকার আরও স্থিতিশীল হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। রাজ্যের প্রতিটি জনগণকে উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে শামিল করতে চান সুশান্তবাবু।জয়ের পর বড় দেবতাদের প্রতি নতজানু হয়ে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে তিনি বলেন আগামী দিনে প্রতিটি মুহূর্তে জনগণের পাশে থেকে তিনি সেবা করতে চান।

পূর্বোত্তরের তিন রাজ্যের নির্বাচনের পর দিল্লিতে বিজেপি রাষ্ট্রীয় কার্যালয়ে জয়ের উল্লাসে সামিল হন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

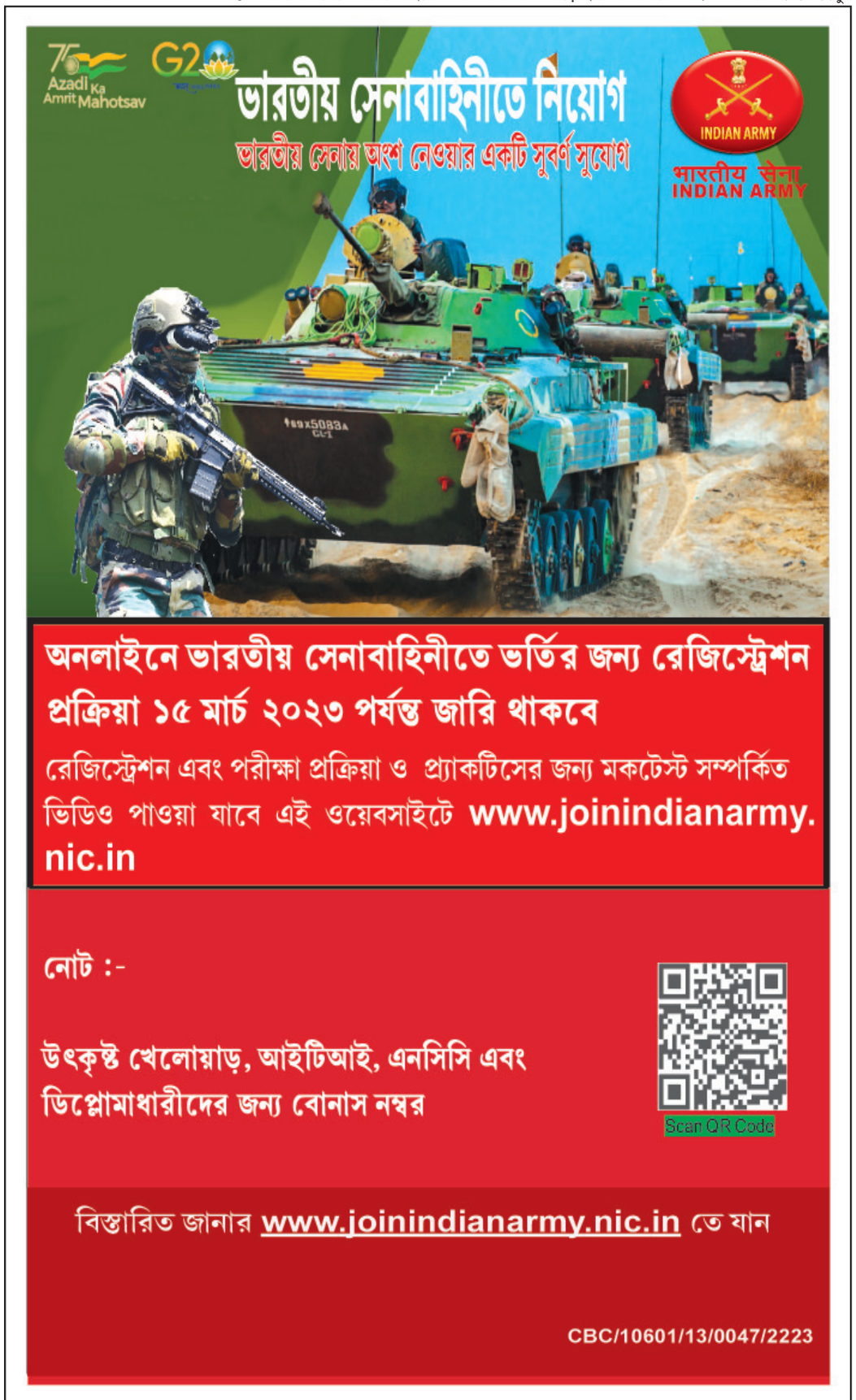

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।